www.BANGLAKITAB.com

এ রূপ লোক সকল অবস্থাতেই কেবল স্বাদই পাইয়া থাকেন, অস্থিরতা বা অশান্তি তাহার কাছেও ঘেষিতে পারে না।" মুছিবত তাঁহাকে এমন স্বাদ প্রদান করিয়া থাকে যেমন প্রিয়জনের প্রেম-ছলনা।

॥ আশেকের কামনা ॥

ফলকথা, ধর্মের মহব্বৎ এমন বস্তু যাহার বদৌলতে বিপদেও স্বাদ এবং শান্তি পাওয়া যায়। অতএব, সে ব্যক্তি নামায-রোযায় স্বাদ এবং চোখের শান্তি কেন পাইবে না। কেননা, ইহাতে তো আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি সাহচর্য লাভ হয়। ইহার স্বাদ ঐ ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিবে, যে কোন দিন প্রিয়জনের ছলনা ও সোহাগ দেখিয়াছে অতঃপর সেই প্রিয়জনের সাহচর্য ভাগ্যে জুটিলে তাহার কেমন অবস্থা হইবে। সে তো একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। এখন হইতে ঐ সমস্ত লোকের ভুল অনুমান করুন যাহারা ধর্মের জন্য সাধনা সমাপ্ত করিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয়, যেন তাঁহাদের অনুভূতিই নাই এবং উদ্দেশ্য অনুদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রভেদই তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় নাই। এই কারণেই তো তাহারা চেষ্টা পরিশ্রমকেই চরম লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া লইয়াছে। স্বাদ গ্রহণের সময় তো এইমাত্র আসিয়াছে। সাধনার মধ্যে যৎসামান্য স্বাদ যাহা আছে উহাকেই ইহারা আসল স্বাদ মনে করিয়া বসিয়াছে।

বন্ধুগণ! ইহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক তদ্রূপ যেমন পরিশ্রম করিয়া এবং নানা পেরেশানী ভোগ করিয়া বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে এবং নির্মিত হওয়ার পরে যখন উহাতে বসবাস করার সময় আসিয়াছে তখন উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। এই ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছে যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম লওয়ার যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং দ্বীনের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এতটুকু বিষয় হাছিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া বসিয়াছে। নামায-রোযা 'তাকে' উঠাইয়া রাখিয়াছে এবং কামেল সাজিয়া বসিয়াছে। ইহা তো সাধারণ জ্ঞানেরও বিপরীত, মহব্বতেরও বিপরীত। ইহা তো ঠিক তেমনই হইল যেমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অন্বেষণ করার পর মাহ্‌বুব তাহাকে ধীরে ধীরে নিজের কাছে ঘেষিবার অধিকার দিয়াছেন। ব্যস, সে ব্যক্তি তাঁহার চেহারা দেখিয়াই لا حول الخ বলিয়া পলাইয়া গেল। কেন সাহেব! বলুন, এই ব্যক্তি আশেক হইলে নামায-রোযা ত্যাগ করা এশ্‌কের অবস্থারও বিপরীত। আশেক তো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি এরূপ সময়ে বলে, "সম্মুখে আস।" এমনকি ইহাও বলে যে, আমার হাতের উপর হাত রাখ, আমার কোমরে হাত দিয়া আমার সঙ্গে আলিঙ্গন কর। কাছে যাইয়া কি কোন দিন আলিঙ্গন ব্যতীত আশেকের মনে তৃপ্তি হয়।

کنار و بوس سے دونا ہوا عشق × مرض بڑھتا رہا جوں جوں دوا کی

www.BANGLAKITAB.com

"চুম্বন ও আলিঙ্গনে এশ্‌ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে ততই রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।" আশেকের অবস্থা তো এইরূপ হয় যে, যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এরূপ অবস্থার সম্বন্ধেই কবি বলিয়াছেন :

نگویم کہ بر آب قادر نیند + کہ بر ساحل نیل مستسقی اند

"আমি বলি না যে, পানি তাহাদের আয়ত্তে নহে। কেননা, পানি প্রার্থী নীল নদের তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" মাহ্‌বুবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাহ্‌বুবের অন্বেষণে পাগল।

دل آرام در بر دل آرام جوے + لب از تشنگی خشک و بر طرف جوے

"চিত্তের শান্তিদায়ক প্রিয়জন কোলে রহিয়াছে অথচ মনের শান্তি চাহিতেছে, পিপাসায় ওষ্ঠাধর শুষ্ক অথচ নদীর তীরে দণ্ডায়মান।"

মাহ্‌বুব বাহুর ভিতরে রহিয়াছে কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে না। আরও বিচিত্র অবস্থা এই যে, নিকটেই রহিয়াছে কিন্তু দূরে। এমনকি, দারুণ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঠিক মিলনের অবস্থায় বলে, ওহে অমুক! ওহে অমুক !! বল ত কি করি? এমতাবস্থায় যদি কেহ বলে, কাহাকে ডাকিতেছ? যাহাকে ডাক তাহার সঙ্গে তো তোমার মিলন হইয়াছে। এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ এই যে, মিলনের যে পর্যায়ই তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সে তদপেক্ষা আরও উচ্চ পর্যায়ের মিলনপ্রার্থী। প্রিয়জনের সম্মুখে থাকিয়াও তাহাকে নিকটে মনে করে না; বরং বহু দূরে মনে করে। এই কারণেই 'ফরিয়াদ' করিতেছে। ইহা হইল এশ্‌কের অবস্থা। মিলন উপভোগ করিতেছে তবুও অবস্থা এই যে, নাম বলিয়া ডাকিতেছে। নাম উচ্চারণে রসনা স্বাদ পাইতেছে আর নাম শুনিয়া কান স্বাদ পাইতেছে। মোটকথা, সর্বশরীর তাহাতেই মগ্ন। শরীরের কোন অংশকেই সেই সুখ উপভোগ হইতে বঞ্চিত রাখা পছন্দ হয় না। সাধ্য থাকিলে অন্তরের উপর বসাইয়া লইতেও প্রস্তুত। ফলকথা, আশেক কখনও তৃপ্ত হয় না। দুনিয়ার মা'শুকের সঙ্গে যখন এরূপ অবস্থা, তবে মাহ্‌বুবে হাকীকীর সঙ্গে আপনার কিরূপ খেয়াল? তাঁহারপ্রার্থীর কি এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত যে, যতই দিন বাড়িবে ততই অন্বেষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং যেক্‌রুল্লাহ্‌র মধ্যেও উন্নতি হইতে থাকিবে। এমনকি, তাঁহার যেক্‌রের মধ্যে 'ফানা' হইয়া যাইবে? না এরূপ হইবে যে, প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত করিয়াই তৃপ্ত হইয়া যাইবে এবং মনে করিতে থাকিবে যে, মিলন হইয়া গিয়াছে? ইহা এশ্‌ক্ নহে। ইহা তো ঠাট্টা, ইহা তো বিদ্রূপ। ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—পরিশ্রম করিয়া মাহ্‌বুবের দরজায় পৌঁছিল। যখনই দর্শন লাভের সুযোগ আসিল, তখন لا حول পড়িয়া পলাইয়া গেল। বন্ধুগণ! ইহাকে কি এশ্‌ক বলা যায়? ইহাকে কি মিলন

www.BANGLAKITAB.com

বলা যায়? এরূপ আশেকের উপর তো মা'শুক এমন রাগান্বিত হইবেন যে, সারা জীবনে আর তাহাকে কাছে ঘেষিতে দেওয়া হইবে না; বরং এই বে-আদবীর অপরাধে তাহাকে জেল খানায় পচাইয়া মারা হইবে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ॥

আশ্চর্যের বিষয়! এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলন-প্রাপ্ত লোক মনে করা হয়। হাঁ, এক হিসাবে তাহাকে মিলনপ্রাপ্ত বলিলে ভুল হয় না। অর্থাৎ, জাহান্নামের সহিত মিলনপ্রাপ্ত; আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নহে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহেমাহুল্লাহ্‌কে বলা হইয়াছিল, কতক লোক নামায-রোযা কিছুই করে না অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলনপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করে। তিনি জবাব দিয়াছিলেন: صَدَقُوْا فِى الْوُصُوْلِ وَلٰكِنْ اِلٰى سَقَرٍ হাঁ, "তাহারা মিলনের দাবীতে সত্যবাদী: কিন্তু জাহান্নামের সহিত মিলিত হইয়াছে। জান্নাতের সহিত কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নহে।" কিন্তু এরূপ বিকৃত রুচির লোক আজকাল অনেক আছে। তাহারা এসমস্ত অবান্তর লোকের ভক্ত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার সহিত মিলনপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। ইহারা খোদার সান্নিধ্য কেমন করিয়া লাভ করিবে? জাহান্নামের সহিত অবশ্যই মিলিত হইবে।

হযরত জুনাইদ (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন: 'আমাকে যদি হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, তবুও শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এক ওয়াক্তের ওযীফাও কাযা করিব না। ইহা সে সমস্ত লোকের বাণী যাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলিত। যাহারা এক ওয়াক্তের অযীফা কাযা করাও পছন্দ করিতেন না, ধর্মের একান্ত জরূরী অংশ নামায-রোযা তো দুরেরই কথা।

হযরত জুনাইদ (রঃ)-এর হাতে তাস্‌বীহ্ দেখিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে আপনার কি প্রয়োজন? আপনি তো আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলনই লাভ করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন: ইহার বদৌলতেই তো মিলন লাভ করিয়াছি, এমন বন্ধুকে ছাড়িয়া দিব?

হযরত মূসা (আঃ) এক খণ্ড প্রস্তরকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ?" বলিল: 'আমি শুনিয়াছি যে, পাথরকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। এই ভয়ে কাঁদিতেছি।" হযরত মূসা(আঃ)ইহা শুনিয়া খুবই দয়ার্দ্র হইলেন এবং দোআ করিলেন: "ইয়া আল্লাহ্! ইহাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দোআ কবুল করিলেন এবং ওয়াদা করিলেন, উক্ত প্রস্তর খণ্ডকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন। মূসা(আঃ)উহাকে এই খোশ্‌খবর শুনাইয়া নিজ

www.BANGLAKITAB.com

পথে চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলেন পাথরটি এখনও কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেন কাঁদিতেছ? এখন তো তুমি মুক্তির ওয়াদা প্রাপ্ত হইয়াছ। সে উত্তর করিল, কান্নার বদৌলতেই তো এই নেয়ামত লাভ করিয়াছি, তবে আমি এমন আ'মলকে কেন ত্যাগ করিব যাহার এতটুকু বরকত রহিয়াছে?

মাওলানা লিখিয়াছেন, বিড়াল যদি কোন গর্ত হইতে এক দিন একটি ইঁদুর ধরিতে পারে, তবে প্রতি দিন সেই গর্তের মুখে আসিয়া বসিয়া থাকে। এখন বলুন, এ সমস্ত তালেবের কি অবস্থা হইবে—বিড়ালের সমান অনুভূতিও যাহাদের নাই? বাস্তবিক, কেমন আফ্‌সুসের কথা! যে বস্তুর বদৌলতে কামালিয়ত হাছিল হইল—উহাকেই যবাহ্ করিয়া দেওয়া হইল? আ'মলের দ্বারাই সম্মান পাওয়া গেল আর সেই আ'মলকেই বর্জন করা হইল। ইহা আক্‌লেরও খেলাফ, কোরআনেরও খেলাফ, এশ্‌কেরও খেলাফ, সুস্থ স্বভাবেরও খেলাফ। সুতরাং সান্নিধ্য লাভের অবস্থায় আরও অধিক সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর। খোদার সান্নিধ্যের কোন শেষ সীমা নাই। খোদা জানেন, এ সমস্ত মিলনের দাবীদারগণ কোন্ বস্তু দেখিয়া উহাকে মিলন মনে করিয়া লইয়াছে। যদি প্রকৃত উদ্দেশ্যস্থল জানিতে পারিত, তবে কখনও গমনে ক্ষান্ত হইত না। গন্তব্যস্থল অনেক দূরে। সেই পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা কখনও শেষ হইতে পারে না। আসল বস্তুর পাত্তাই তাহারা এযাবৎ পায় নাই। উহার স্বাদের অনুভূতিই এখনও তাহাদের হয় নাই। অন্যথায় তাহারা কখনও চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারিত না। তাহারা শুধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের অস্পষ্ট স্বাদ কিছুটা উপভোগ করিতে পারিয়াছে। চেষ্টা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৌড়ও শেষ হইয়াছে। অথচ নিরঙ্কুশ মযা ছিল সম্মুখে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যের সীমা ॥

আমার এই বর্ণনাটিকে অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্যের বিরোধী মনে করিবেন না। কেননা, ওয়াযের উদ্দেশ্য এই বলিয়াছি যে, ধর্মের সর্বশেষ কর্তব্য কি? এই বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কোন শেষ সীমাই নাই। অতএব, কথা এই যে, আমি যে বস্তুকে শেষ কর্তব্য বলিয়া দিব উহার উদ্দেশ্য এই হইবে না যে, সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া ধর্ম-কর্ম ছাড়িয়া দিবে; বরং উহার উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্যই লোকে চেষ্টা করে না। অথচ উহার পূর্বে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তবে একটি কথা এই থাকে যে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে কি করিতে হইবে? ইহা একটি স্বতন্ত্র মাস্‌আলা। এ সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি, অতঃপর কখনও ধর্মের কোন আ'মল ত্যাগ করিতে পারিবে না। পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তৎপূর্বে এক চেষ্টা করিতে হয়। তাহাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল। আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে এক চেষ্টা আছে। শেষের দিকে প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা আসিয়া পড়িয়াছিল।

www.BANGLAKITAB.com

প্রথম চেষ্টার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন বলা হইয়াছে—নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে দালানের নির্মাণ কার্য বন্ধ করা উচিত নহে। দ্বিতীয় চেষ্টার দৃষ্টান্ত এই যে, নির্মিত হওয়ার পরে উহার স্বার্থ উপভোগ করা বন্ধ করা যাইবে না। অতএব, বাড়ী বা গৃহ নির্মাণ কার্যের যেমন শেষ আছে, উহাতে বসবাস করার শেষ নাই। কেননা, একথা কেহ চায় না যে, নির্মিত গৃহে বসবাসের জন্য কোন শেষ সীমা নির্ধারিত হউক। নির্মাণের সময় প্রত্যেকেই চায় যে, এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সমাপ্ত হউক। সত্বর এই ঝামেলা হইতে মুক্তি পাওয়া যাউক। বসবাসের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ হউক; বরং নির্মাণের চেষ্টায় যে স্বাদ পাওয়া যায়, তাহা ঐ স্বাদের আশায়ই পাওয়া যায়—যাহা ভবিষ্যতে উক্ত গৃহে বাস করিলে পাওয়া যাইবে।

এইরূপে ধর্মকে মনে করুন। উহার যোগ্যতা অর্জনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয় এবং উহার সময় সীমাবদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম পূর্ণরূপে হাছিল হইয়া গেলে এবং আ'মলে স্বাদ পাওয়া আরম্ভ হইলে এই স্বাদ উপভোগের জন্য কোন মুদ্দত সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; বরং যতই আ'মল করিতে থাকিবে ততই দিবা-রাত্রি উন্নতি হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি এই স্বাদের একবার সন্ধান পায়, সে নিজেই আর কখনও উহা ছাড়িতে পারে না। আর যাহারা আ'মল ছাড়িয়া দিয়াছে তাহারা পূর্ণতা হাছিলের পরবর্তী স্বাদের অনুসন্ধানই পায় নাই। তাহারা শুধু ঐ স্বাদটুকুই অনুভব করিতে পারিয়াছিল যাহা চেষ্টা ও পরিশ্রমের সময় পাইয়াছিল। প্রথমে উন্নতি করার মধ্যে স্বাদ পাইয়াছিল আর এখন স্বাদের মধ্যে উন্নতি হইবে। কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই উন্নতি ত্যাগ করিবার বস্তু?

বলা বাহুল্য, যখন মাহ্‌বুব পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, তখন মাহ্‌বুবের নৈকট্য লাভ করিবার পর অধিক স্বাদ ও শান্তি উপভোগ করার প্রতি মনোযোগ কেন হইবে না? যেই আশেক মা'শুক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহার পঞ্চাশ বৎসর কালও যদি মা'শুকের নিকটে অতিবাহিত হইয়া যায়, তবুও সে উহাতে তৃপ্ত হইবে না। কখনও তাহার এরূপ মনে হইবে না যে, অনেক দিন ধরিয়া মিলন স্বাদ উপভোগ করিয়াছি এখন শেষ করা উচিত। আশেক যেমন সারা জীবন মা'শুকের মিলন স্বাদ উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; বরং তাহার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া যায়। যতই মা'শুকের সান্নিধ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহার অবস্থা এইরূপ হইতে থাকে যে:

دل آرام در بر دل آرام جوے + چو مستسقی تشنه وبر طرف جوے

(ইহার অনুবাদ পূর্বে কয়েকবার দেওয়া হইয়াছে) তবে দুনিয়ার মাহ্‌বুবদের নৈকট্য সময় সময় সীমাবদ্ধ এই কারণে হইয়া যায় যে, মাহ্‌বুব নিজেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মাহ্‌বুবে হাকীকী স্বয়ং অনন্ত ও অসীম। সুতরাং তাঁহার নৈকট্যেরও সীমা হইতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

কবি এই মর্মেই বলিয়াছেন :

اے برادر بے نہایت در گہیست + ہر چہ بروے می رسی بروے مایست

"হে ভাই! অসীম এক দরবার আছে। তুমি যে সীমায়ই পৌঁছ না কেন তাহা আমাদের চোখের সামনেই তো রহিয়াছে।"

বরং খোদাকে লাভ করার পথ দীর্ঘ হওয়া ব্যতীত এক বিশেষত্ব ইহাও আছে যে, উহাতে উন্নতিও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কবি বলেন :

نہ گردد قطع ہرگز جادۂ عشق از دویدنہا

کہ می بالد بخود ایں رہ چوں تاک از بریدنہا

"এশ্‌কের পথ দৌড়াইয়া কখনও শেষ করা যায় না। কেননা, এই পথ আপনাআপনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন, আঙ্গুরের লতা যত কাটা হয়, ততই বাড়িয়া যায়।"

এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন শুনুন, এতদুভয় পর্যায়ের জন্য সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় দুইটি শব্দ আছে। সেই দুইটি শব্দ যদি আমি পূর্বে বলিয়া দিতাম, তবে একটি বিস্ময়কর বস্তু হইয়া দাঁড়াইত। আর মানুষ উহাকে খুবই কঠিন মনে করিত এবং জানি না কি বুঝিত। কিন্তু প্রথমে উহার তথ্য একেবারে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন শব্দ দুইটি শ্রবণ করুন। উহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা কোন অপরিচিত পরিভাষা নহে এবং খুবই সাদাসিধা শব্দ।

॥ আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ ॥

সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টা ও সাধনার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাকে 'আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ' বলা হয়। আর মুশাহাদাহ্ শব্দে যে ভ্রমণ বুঝায়, তাহা 'আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে ভ্রমণ' নামে অভিহিত। এই দুইটিই খুব মোটা কথা। উহার দৃষ্টান্ত আমাদের অভ্যাস এবং কথাবার্তায় বিদ্যমান আছে। যেমন দেখুন, যে পর্যন্ত তালেবে-এল্‌ম পাঠ্য কিতাব শেষ করে নাই, সে পর্যন্ত তাহার পড়াশুনাকে 'কিতাবের প্রতি ভ্রমণ' বলিতে পারি। আর শেষ করিবার পরে পুনরায় (কিতাবের স্বাদ উপভোগের জন্য এবং জ্ঞান বাড়াইবার জন্য) যদি পড়াশুনা করে, —কেননা, এল্‌ম একটি অতি বিচিত্র স্বাদের জিনিষ—তবে এই পড়াশুনাকে 'কিতাবের মধ্যে ভ্রমণ' বলিব। কিংবা যদি দিল্লী গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তবে তাহার এই দিল্লীর পথ অতিক্রম করাকে 'দিল্লীর প্রতি ভ্রমণ' বলিব। আর সে দিল্লী পৌঁছিয়া তথাকার মনোরম দৃশ্যসমূহ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে, তখন উহাকে 'দিল্লীর মধ্যে ভ্রমণ' বলিব। দেখুন, ইহা কেমন মোটা কথা! এই শব্দগুলিকেই মূর্খ ফকিরগণ সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া উহার অর্থের মধ্যে প্যাঁচ লাগাইয়া দেয় এবং

www.BANGLAKITAB.com

তাসাওফকে হাওয়া বানাইয়া দেয়। কিন্তু দেখুন, কেমন খোলা এবং নির্মল সূক্ষ্ম কথা। বাস্তবিক তাসাওফ এমন সহজ এবং প্রিয় বস্তু যাহা প্রত্যেক লোকের রুচির মধ্যেই স্বভাবগতভাবে বিদ্যমান আছে। খোদা কিন্তু মূর্খ পীরদের ভালই করুন, উহাকে এমন ভয়ানক পোশাকে আবৃত করিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে ভয় লাগে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ শব্দদ্বয়ের অর্থ এখন আশা করি আপনারা খুব ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দিল্লীর প্রতি ভ্রমণ এবং দিল্লীতে ভ্রমণ ইহার খুবই উপযোগী দৃষ্টান্ত। শুধু পার্থক্য এই যে, দিল্লী একটি সীমাবদ্ধ স্থান। কাজেই উহার ভ্রমণও সীমাবদ্ধ হইবে। আর খোদাওয়ান্দ করীমের সত্তা অনন্ত ও অসীম সুতরাং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না।

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی راسخن پایاں × بمیرد تشنہ مستسقی ودریا ہم چناں باقی

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم + و از آنچہ گفتہ ایم و از آنچہ شنیدہ ایم

"তাঁহার সৌন্দর্যেরও সীমা নাই। সা'দীর কথারও শেষ নাই। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে এবং দরিয়া ঠিক তদ্রূপই রহিয়াছে। ওহে খোদা! তুমি কল্পনা, অনুমান, ধারণা ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে এবং যাহাকিছু আমরা বলিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি সবকিছু হইতে ঊর্ধ্বে।"

কবি আরও বলিয়াছেন :

مجلس تمام گشت وبپایاں رسید عمر × ما ہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

"দুনিয়ার মজলিস শেষ হইয়াছে। আয়ু শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমরা সেই পূর্বের ন্যায় তোমার গুণানুবাদের প্রথম পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছি।" প্রাথমিক অবস্থার কথা এবং খোদার দরবারের কথার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এখানে সবকিছুরই শেষ আছে কিন্তু আল্লাহ্‌র সেখানে শেষ নাই। অতএব, এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিয়া দৃষ্টান্ত হইতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মোটকথা, এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতি ভ্রমণ এবং বস্তুর মধ্যে ভ্রমণের তথ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এতটুকু কথা আরও স্মরণ রাখিবেন যে, সসীম বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ শেষ হইতে পারে কিন্তু অনন্ত ও অসীম বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ শেষ হইতে পারে না। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেন :

قلم بشکن سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم درکش

کہ حسن این قصۂ عشق است در دفتر نمی گنجد

"কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি ঢালিয়া ফেল, কাগজ পুড়িয়া ফেল এবং ক্ষান্ত হও। কেননা, ইহা এশ্‌কের কাহিনীর সৌন্দর্য। ইহা এক দফতরে সঙ্কুলান হইবে না"

কারণ এই যে, অসীম অনন্তের সহিত এশ্‌কে হাকীকীর সম্পর্ক। ইহাতে একটুও বাড়াবাড়ি নাই। ইহা এশ্‌কে হাকীকীর কাহিনী, এক দফতরে সঙ্কুলান

www.BANGLAKITAB.com

হইবে না। এখন আমি আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেননা, উহার তো কোন সীমাই নাই ; বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ সম্বন্ধে বয়ান করিতেছি। কেননা, এই ভ্রমণ সীমাবদ্ধ এবং ইহার জন্যই শেষ সীমা হইতে পারে। আর আমাকে সর্ব শেষ কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। অন্য কথায় এরূপ মনে করুন—আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের জন্য মুজাহাদা অর্থাৎ, চেষ্টা ও পরিশ্রম করাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ করা বলে। ইহারই শেষ সীমা বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমার অভিযোগ কতটুকু ঠিক। আর দুনিয়ার কোন কাজেই শেষ হওয়ার পূর্বে তৃপ্তি আসে না। অথচ ধর্ম-কর্ম শেষ হওয়ার আগেই তৃপ্তি আসিয়া যায়। এই অভিযোগ তখনই ঠিক হইতে পারে এবং উহা দূর করাও তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উহার শেষ সীমা সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যাইবে। এই কারণেই উক্ত শেষ সীমা বর্ণনা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

॥ দুস্তী বা বন্ধুত্বের শর্ত ॥

যে আয়াতটি এখন তেলাওয়াৎ করা হইয়াছে। উহাতে এই শেষ পর্যায়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, আমি প্রথমে আয়াতটির তরজমা বর্ণনা করিব। অতঃপর সারমর্ম উহা হইতেই বাহির হইবে। অতঃপর যথোপযোগী পরিমাণে উহার ব্যাখ্যা করিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ *

অর্থাৎ, মানুষ অনেক প্রকারের আছে তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের লোকের বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতেই এক প্রকারের লোক এই যে, "কেহ কেহ নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দীর অন্বেষণে বিক্রয় করিয়া ফেলে।" বিক্রয় এমন একটি কার্য যাহার সম্পর্ক দুই বিনিময়ের সহিত হইয়া থাকে।

এক পক্ষ হইতে যখন নিজের নাফ্‌স্‌কে দান করিয়া ফেলা হয়, তখন অপরপক্ষ হইতেও উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে। সে বিনিময়ের বিষয়ই পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করা হয় وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ "এবং আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের প্রতি বড়ই দয়ালু।" নির্দিষ্ট কোন বিনিময়ের বর্ণনা করার পরিবর্তে এই কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহার এমন বিনিময় প্রদান করা হইবে যাহা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর শানের উপযোগী হইবে। رؤف শব্দের অর্থ অত্যধিক মেহেরবানী। আল্লাহ্‌র রহমত সামান্য পরিমাণ হইলেও তাহা প্রচুর! অত্যধিক হইলে তাহার তো কথাই নাই। العباد বলিতে হয়ত নির্দিষ্ট প্রকারের বান্দা উদ্দেশ্য। তখন অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বান্দাগণের সহিত অত্যধিক রহমত ও

www.BANGLAKITAB.com

মেহেরবানীর ব্যবহার করিবেন। আর যদি العباد বলিতে সাধারণ ভাবে সমস্ত বান্দাই উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য ইহাতেও সেই পূর্বোক্ত অর্থই দাঁড়াইবে। কেননা, তখন তরজমা এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণতঃ সমস্ত বান্দার প্রতিই মেহেরবান। ইহাতে অবধারিতরূপে এই অর্থ বাহির হয় যে, এই শ্রেণীর খাছ বান্দাগণের সহিত তো উত্তমরূপেই মেহেরবানীর ব্যবহার করিবেন। বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নিজের নাফ্‌স্ বিক্রেতাগণকে বিনিময়ে এমন বস্তু প্রদান করা হইবে যাহার সহিত বান্দার কাজের কোনই সামঞ্জস্য নাই। আবার কি বিনিময় দান করিবেন তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই; বরং এখানে এতটুকু বলা ঠিক হইবে যে, পরিষ্কার করিয়া না বলার কারণ হইল সেই বিনিময়টি বুঝে আসার মত বস্তু নহে। ইহার বর্ণনা কি করা যাইবে? অতএব, উভয় বিনিময়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যই হইবে না। এসম্পর্কে কবি বলিয়াছেন:

جمادے چند دادم وجان خریدم × بنام ایزد عجب ارزان خریدم

"কয়েক খণ্ড প্রস্তর দান করিয়া জান্ খরিদ করিয়াছি, আল্লাহ্‌র কসম, আশ্চর্যজনক সস্তায় খরিদ করিয়াছি।" আর এক কবি বলিয়াছেন:

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی مستی ہے

"সমস্ত প্রাণসমূহের প্রাণের মূলধন জান্ দিয়া খরিদ করিলেও সস্তাই পাওয়া গেল বলিতে হইবে।" এই জান্ বাস্তবিকই উহার সম্মুখে এক খণ্ড মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা। উপরোক্ত বয়েতের বর্ণিত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সত্য:

جمادے چند دادم وجان خریدم × بنام ایزد عجب ارزان خریدم
خود کہ یابد ایں چنیں بازار را × کہ بیک گل می خری گلزار را

প্রথম বয়েতটির তরজমা একটু আগেই করা হইয়াছে, দ্বিতীয়টির তরজমা এই— "এমন সুন্দর বাজার কে পায় যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা ফুলের বাগিচা খরিদ করিতে পারা যায়?" কবি আরও বলেন:

نیم جان بستاند وصد جان دهد + آنکه در وهمت نیاید آن دهد

"অর্ধ জান গ্রহণ করে এবং শত জান্ দান করে। যাহা তোমার কল্পনায়ও আসিবে না এমন বিনিময় প্রদান করে।"

আল্লাহ্‌র দান যখন এইরূপ, তখন বান্দার তরফ হইতে জান্ সমর্পণে কোন ইতস্ততঃ করা কি উচিত? আল্লাহ্‌র সম্মুখে সমর্পণ করায় তো কি ইতস্ততঃ হইবে! আল্লাহ্‌ওয়ালাদের হাতে সমর্পণ করা সম্বন্ধে কবি বলেন:

همچوں اسمعیل پیش سر نہ + شاد وخنداں پیش تیغش جاں بدہ

"ইস্‌মায়ীলের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে মস্তক রাখ, সন্তুষ্ট চিত্তে ও হাসিমুখে তাঁহার তরবারির সম্মুখে প্রাণ দাও, বিশেষতঃ সমস্ত বস্তুর উপর তো আল্লাহ্ তা'আলার

www.BANGLAKITAB.com

মালিকানা এবং সৃষ্টিকর্তার সত্ব রহিয়াছে। অতঃপর যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিল, তবে এমন কি এহ্সান করিল, জান তো তাঁহারই ছিল :

آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست

"যিনি প্রাণ দান করেন, তিনি যদি হত্যা করেন, তবে অসঙ্গত হইবে না।"

দেখা যায়, দুনিয়ার কোন মাহবুব কিংবা হাকিমের নিকট প্রাণ এবং সম্মানের কোন মূল্যই উপলব্ধি করা হয় না, অনুগত তাহাকেই মনে করা হয়, যে ব্যক্তি হুকুম তামিল করার সম্মুখে কোন বস্তুরই পরোয়া করে না। সিপাহী বাদশাহের নির্দেশে প্রাণ দান করে। একজন বেশ্যা বা বাজারী স্ত্রীলোকের প্রেমে মানুষ মান-ইয্যত ভুলিয়া যায়। জান্ মাল এবং মান-ইয্যৎ সবকিছুই উৎসর্গ করিয়া দেয়। অতএব, মাহবুবে হাকীকীর সম্মুখে এসমস্ত বস্তু উৎসর্গ না করিয়া যদি নিজের কাছে জমা রাখিয়া দেয়, তবে সে কি কাজের মানুষ? সাধারণ মহব্বতেও এসমস্ত বস্তুর পরোয়া করা মরুওয়াতের খেলাফ।

একজন বুযুর্গ বলিয়াছেন, যদি কোন দোস্তের নিকট কর্জ চাহিলে সে জিজ্ঞাসা করে, কত? তবে সে ব্যক্তি দোস্তের উপযুক্ত নহে। বন্ধুত্বের উপযুক্ত সে ব্যক্তিই যে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র নিজের সমস্ত ধন-দৌলত আনিয়া বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করে।

প্রাচীনকালের মানুষ ছিল কেমন ধরনের! তেমন দোস্তের অস্তিত্ব আজকাল কোথায়? এক ব্যক্তির ঘটনা—নিজের বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিকালে যাইয়া তাহাকে ডাকিল, পাঁচ মিনিট পরে সে ঘর হইতে বাহির হইল। এতটুকু বিলম্ব বাহ্য দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের খেলাফ ছিল। কিন্তু যে অবস্থায় সে ঘর হইতে বাহির হইল, তাহাতে বিলম্ব হওয়া অনিবার্য ছিল। সেই অবস্থাটি এই—বন্ধু স্বয়ং অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত, সম্মুখে সুন্দরী বাঁদী রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা এবং তাহার হাতে প্রদীপ, আর একটি গোলামও পাছে পাছে, তাহার কাঁধে কিছু বোঝা। আগন্তুক এই ঝামেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বন্ধু বলিল : "এরূপ সময়ে তোমার আগমনে আমার মনে কয়েকটি সম্ভাবনার উদয় হইয়াছে। একটি এই যে, হয়ত কোন সুন্দরী রমণী কাছে না থাকায় তুমি নির্জনে ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছিলে। সেজন্য এই বাঁদী তোমার সম্মুখে হাজির, অথবা হয়ত চাকরের প্রয়োজন হইয়াছে, তজ্জন্য এই গোলাম হাজির, আর যদি কোন শত্রু তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়া থাকে, তবে আমি আমার প্রাণ লইয়া উপস্থিত, কিংবা সম্ভবতঃ তোমার কিছু টাকা-পয়সার প্রয়োজন হইয়াছে, তবে এই স্বর্ণ-মুদ্রার থলিয়া প্রস্তুত।" আগন্তুক বলিল, আমার কিছুরই দরকার নাই। এই সমস্ত বস্তু আপনার জন্যই মঙ্গলজনক। এখন হঠাৎ আপনার চেহারা আমার মনে পড়িয়া যাওয়ায় আমি এমন অস্থির হইয়া পড়িলাম যে, আপনাকে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

www.BANGLAKITAB.com

এখন যান, আরাম করুন। দুই বন্ধুই আদর্শ বন্ধু ছিলেন। যেমন ছিলেন ইনি, তেমন ছিলেন তিনি। দুনিয়াদারদের মধ্যে ইহার তুলনা পাওয়া যাওয়া কি সম্ভব? আজকাল লোকে রসম বা প্রথা পালন করাকে মহব্বৎ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ বলিয়া থাকে। উপরোক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে যেই ভাব দেখা গেল—তাহা কোন প্রথাধারী বন্ধুর ভাগ্যে জুটিতে পারে কি? কিংবা উক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে এমন বন্ধুত্ব কি প্রথা পালনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে? মোটকথা, বন্ধুত্বের শর্ত এই যে, এরূপ বলা উচিত নহে, কি চাই? বরং ডাকা মাত্র কিছু না বলিয়া জানে মালে হাজির হইবে।

যখন পার্থিব বন্ধুর সহিত মহব্বতের এই দাবী, তখন খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কের দাবী কি হওয়া উচিত তাহা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মাহ্‌বুব মনে কর এবং তাঁহা হইতে জান, মাল এবং ইয্‌যতকে রক্ষা করা কখনও সমীচীন মনে করিও না:

এবং এরূপ করিও না: گر جاں طلبی مضائقه نیست + ورزر طلبی سخن دریں است

"যদি জান্ চাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি টাকা-পয়সা চাও, তবে তাহাতে কথা আছে।"

॥ খোদার সহিত কার্পণ্য ॥

খোদা তা'আলার সহিত কৃপণতা করিও না। তাহা হইলে উহা তোমার নিজের সঙ্গে করা হইবে। কেননা, খোদার কোন বস্তুর অভাব নাই। তিনি তোমাদের দ্বারা যাহাকিছু ব্যয় করান তাহা তোমাদেরই হিতের জন্য। খোদা তা'আলার সহিত নিখুঁত এশ্‌কের ব্যবহার করা উচিত। এমন ব্যবহার নহে, যেমন কোন কৃপণ হইতে তাহার বন্ধু কিছু চাহিলে সে উত্তর দিয়াছিল, বন্ধুত্ব পবিত্র থাকুক, লেন-দেনের মুখে ছাই মাটি। তোমার আমার মধ্যে মহব্বৎ আছে তাহাই ভাল। লেন-দেন করিলে বিবাদ বাধিবে। এক কৃপণের ঘটনা—তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল: আপনার স্মৃতিচিহ্নের জন্য আপনার এই আংটি আমাকে দিয়া দিন, উহা দেখিলেই যেন আপনার কথা স্মরণ হয়। সে বলিল: এত ঝামেলার কি প্রয়োজন? স্মরণ করার জন্য তো ইহাই যথেষ্ট যে, যখন তুমি নিজের অঙ্গুলি শূন্য দেখিবে তখনই আমার স্মরণ হইবে এবং মনে করিবে, আংটি চাহিয়াছিলাম দেয় নাই।

খোদার সম্মুখে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেও কোন ছল-চাতুরি করা উচিত নহে। জান খরচ করার বেলায়ও খোদার সম্মুখে চোর সাজা উচিত নহে।

যেমন, এক চাকরের ঘটনা. সে বড়ই কর্মবিমুখ ছিল। যখনই কোন কাজের আদেশ করা হইত, তখন এমন উপায় বাহির করিত যাহাতে কাজ করিতে না হয়। যেমন, এক দিন মনিব তাহাকে বলিল, একটু উঠানে বাহির হইয়া দেখ তো বৃষ্টি হইতেছে কি না। সে বলিল, হুযুর! বৃষ্টি হইতেছে। মনিব বলিল, তুমি বাহিরে তো যাও নাই

www.BANGLAKITAB.com

কেমন করিয়া বুঝিলে যে, বৃষ্টি হইতেছে? সে বলিল, হুযুর এখনই বাহির হইতে একটি বিড়াল ঘরে ঢুকিয়াছে, দেখিলাম বিড়ালটি ভিজা। তাহাতেই বুঝিলাম যে, বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। (ইহাই ভিজা বিড়ালের কাহিনী) অতঃপর মনিব বলিল, প্রদীপ নিভাইয়া দাও। সে বলিল, হুযুর মুখ ঢাকিয়া লউন। চক্ষু বন্ধ করিলেই চক্ষের সামনে সবকিছু অন্ধকার দেখিবেন। দুনিয়াতে যাহাই হউক না কেন, হইতে দিন। বলিল: আচ্ছা, কপাট বন্ধ করিয়া দাও। সে বলিল: আমি দুনিয়ার সব কাজ করার জন্য আপনার চাকুরী গ্রহণ করি নাই। দুই কাজ আমি করিয়াছি। একটি কাজ আপনি করিয়া লউন।

কোন কোন বন্ধুও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং বন্ধুর কোন কাজেই আসেন না। আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গেও কি এরূপ ব্যবহার করা যথেষ্ট যে, তিনি কিছু খরচ করিতে বলিলে সেই কৃপণের ন্যায় বলিয়া দিবে—আমাকে এইরূপে স্মরণ করিয়া লইও যে, অমুক ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে এবং দান করে নাই। মালের হক সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যেই নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে প্রকৃত পক্ষে এরূপই তো করা হইতেছে। সেই কৃপণের কাহিনী শুনিয়া তো আমরা হাসিতেছি, অথচ নিজেরা সেইরূপই করিতেছি; বরং এতটুকু পার্থক্যও আছে যে, সে তো এমন ব্যক্তিকে এরূপ জবাব দিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ ছিল এবং তাহার নিকট তাহারই মাল চাহিয়াছিল। আর এখানে মালের হক আদায় না করায় এমন সত্তাকে তদ্রূপ জবাব দেওয়া হয় যিনি আমাদের সমান নহেন। আমরা বান্দা এবং তিনি খোদা। কৃপণতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া শুধু এতটুকু সম্পর্কের দিকেই দৃষ্টি করুন, কত বড় বেআদবি। যদি একজন বিরাট বাদশাহ্ নগণ্য কোন মেথর বা মালীর কাছে কিছু চায় এবং সে তাঁহাকে এরূপ রুক্ষ জবাব দিয়া দেয়, তবে বাদশাহ্র কত বড় অপমান হইবে? আর ইহা মালীর পক্ষে কত বড় দুঃসাহসিকতা। তদুপরি যে মাল আল্লাহ্ তা'আলা চান তাহা কাহারও বাবার নহে, স্বয়ং তাহারই মাল। তাহার নিষেধ করিবার বা ধরিয়া রাখিবার কি অধিকার আছে?

আমাদের ব্যবহারে এই দুইটি বিষয় সেই কৃপণের ঘটনা অপেক্ষা অধিক আছে। ইহার উপর আল্লাহ্র সহিত মহব্বতের দাবী করা কেমন স্থানোপযোগী? খোদার মহব্বতে মালের চিন্তা; এইরূপে অন্যান্য হকের ব্যাপারে খোদার মহব্বতের দাবী এবং ইয্যৎ কিংবা জানের খেয়াল, ইহাই তো দোষ যাহা একেবারে সর্বনাশ করিয়া দিয়াছে। জানা আছে অমুক রসম খারাপ। কিন্তু তবুও করিতেছি এবং বলিয়া থাকি, শরীয়তের কথা ঠিকই কিন্তু সমকক্ষ শ্রেণীর লোকদের নিকট হেয় হইতে হইবে। জনাব! কেমন সমকক্ষ এবং কেমন হেয়তা:

نسازد عشق را کنج سلامت + خوشا رسوائی کوئے سلامت

www.BANGLAKITAB.com

"এশ্‌কের জন্য শান্তির কোণ শোভনীয় নহে। সালামত ও তিরস্কারের গলিতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া তাহার পক্ষে আনন্দদায়ক।"

॥ আশেকের ধর্ম ॥

আশেকের মধ্যে তিরস্কার কোনই ক্রিয়া করিতে পারে না; বরং সে তো তিরস্কারে আরও আনন্দ পায়। তিরস্কারের ভয় করিলে তো বুঝিতে হইবে যে, এশ্‌কের বাতাসও লাগে নাই। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেন:

در رہ منزل لیلےٰ کہ خطرھاست بجاں + شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"লায়লার বাড়ীর পথে জানের উপর অনেক বিপদ আছে; সেদিকে প্রথম পদক্ষেপের শর্ত এই যে, মজ্‌নু হইতে হইবে।" মজ্‌নু অর্থাৎ, আশেক হইলে আর কোনই ভয় থাকে না। আশেকের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইবে যে, সে অপরের ন্যায় হইয়া যাইবে? সে তো অপরকে নিজের মত করিয়া লইতে চায়। যেমন সে পরামর্শ দিয়া বলে:

مصلحت دید من آنست کہ یاران ھمہ کار + بگزرانند وخم طرۂ یارے گیرند

"আমি তো ইহাতেই মছলেহাৎ মনে করি যে, বন্ধুরা সকলে কাজ-কর্ম ছাড়িয়া কোন মা'শুকের যুল্‌ফের প্যাঁচ অবলম্বন করুক।" এশ্‌কের সামান্য একটু বাতাস লাগিলে কোনই মছলেহাৎ এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ থাকে না এবং মানুষ নিজের ইয্‌যৎ, প্রাণ, ধন-দৌলত সবকিছুই মাহবূবের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। সে যদি তৎসমুদয় কবুল করিয়া লয়, তবে আশেক নিজকে অনুগৃহীত মনে করে। যাহাদের গায়ে এশ্‌কের বাতাসও লাগে নাই, তাহারা মছলেহাৎ এবং পলিসি লইয়া বেড়ায়। মছলেহাৎ ও পলিসির দরকার সেখানেই হয় যেখানে দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। তখন ইহাকেও রাযী করিতে হয়, উহাকেও রাযী করিতে হয়। অতএব, এদিকেরও কিছু বলিতে হয় ওদিকেরও কিছু বলিতে হয়। আর আশেক হইলে, ব্যস এক জনকে গ্রহণ কর এবং সকলকে ত্যাগ কর। সেই একজনের সম্মুখে আর কাহারও কোন পরোয়া নাই। আশেকের আবার পরোয়া কি? আশেকের ধর্ম তো এইরূপ হইবে:

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلاں × مانمی خواھیم ننگ ونام را

"যদিও জ্ঞানবানদের নিকট আমাদের দুর্নাম আছে, কিন্তু আমরা ইয্‌যত ও সুনামের প্রত্যাশী নই।" সাধারণ এশ্‌কের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। আর যাহারা খোদার নাম যেক্‌র করে তাহাদের নিকট তো দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সব কিছুই, কিছুই নহে। কিসের ইয্‌যত এবং কিসের সুনাম। আল্লাহ্‌র কসম সবকিছুই হাওয়া হইয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

মাওলানা রুমী বলেন :

اے دوائے نخوت و ناموس ما + اے تو افلاطون و جالینوس ما

"হে আমাদের অহংকার ও ইয্যতের ঔষধ! তুমি আমাদের আফ্লাতুন, তুমি আমাদের জালীনূস।" অহংকার এবং আত্মসম্মানবোধকে তো এই মহব্বৎ ফুঁ মারিয়া উড়াইয়া দেয়। উহাদের তো নাম-চিহ্নও থাকে না। এশ্কের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এই মছলেহাতের চিন্তা হইতে পারে না যে, হেট হইতে হইবে। আশেকের দৃষ্টি একমাত্র মা'শুকের উপরই থাকে, অপর কেহ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে থাকেই না, যাহার সামনে হেট হইতে হইবে।

॥ বেহেশ্তের সদায় ॥

অতএব, খোদার নাম যখন লইয়াছ তখন তাঁহারই হইয়া থাক। তাঁহা হইতে পৃথক অবস্থায় কোন বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। জান, মাল, ইযযৎ সবকিছু তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দাও। কি আশ্চর্যের কথা খোদার তরফ হইতে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে বেহেশ্ত খরিদ করিয়াছি এবং উহার মূল্য স্বরূপ দিয়াছি আমাদের জান এবং মাল এবং আমরা বেহেশ্তের খরিদ্দার হইয়াছি। কিন্তু ইহা খুব ভাল খরিদ্দারী। সদায় লইয়াছি, কিন্তু দাম 'নাদারাদ'। বেহেশ্ত ইত্যাদি লওয়ার জন্য সকলেই সর্বক্ষণ এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে যে, যদি ডাকিয়া বলা হয় যে, বল, বেহেশ্ত কে কে খরিদ করিয়াছ? তখন সকলের আগে আমরাই বলিয়া উঠিব, 'আমরা'। আর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, দাম দিয়াছ কি? তখন আর কাহারও মুখে উত্তর থাকিবে না। একটু ইন্সাফ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগ হইতে কি খরিদ করিয়াছেন? নিজের জিনিসই। কেননা, কোন্ জিনিসটি তোমাদের আছে যে, তোমরা বিনিময় স্বরূপ দান করিতেছ? সমস্ত জিনিস তো তাঁহারই। শুধু কাল্পনিক বেচা-কিনি এবং তোমাদের মন খুশী করার জন্য ক্রয় নাম দিয়াছেন।

যে সমস্ত বস্তুকে আমরা নিজেদের বলিয়া থাকি উহার স্বরূপ এই যে, যেমন 'চারপায়ী' বা চৌকি বানাইয়া নিজেরই স্বত্বাধীনে রাখিয়া বলিলাম, ইহা নান্না মিঞার, ইহা মান্না মিঞার (দুই পুত্র)। ইহা কি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের? ইহা তো তাহাদের বাবার। অতএব, দুনিয়ার ধন-দৌলত এবং মাল-আস্বাব এইরূপেই আমাদের করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, শুধু উহাদের সহিত আমাদের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, শিশুদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা 'নান্নার', 'ইহা মান্নার'। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বস্তুসমূহের মধ্য হইতে কোন কোনটির সহিত আমাদের নাম

www.BANGLAKITAB.com

যোগ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, এই বস্তুটি কি বিক্রয় করিবে? অথচ এখন উভয় বিনিময়ের বস্তু তাঁহারই। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন ত, উদ্দেশ্য কি? সে সমস্ত বস্তু যাহা আমাদের নামের সহিত যোগ করিয়াছেন, তাহা তো নেনই নাই, অধিকন্তু এই উপায়ে আরও জিনিস দান করিলেন। কেননা, এসমস্ত জিনিস নেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি এগুলি দিয়া কি করিবেন? তিনি কি জান-মালের আচার তৈয়ার করিবেন? আর তাহাদের জান-মাল চাওয়ার এই অর্থ নহে যে, তিনি মানুষের আত্মত্যাগ চাহেন কিংবা তাহাদিগকে মাল হইতে পৃথক করিতে চাহেন। অর্থাৎ, তোমরা একেবারে নিঃস্ব হইয়া বস; বরং শুধু এতটুকু চাহেন যে, কিছু সীমা নির্ধারিত আছে, উহার মধ্যে তোমরা থাক। মুক্ত স্বভাব হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া ফেলিও না। শান্তি এবং সুখ উপভোগেয় বস্তুসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার নামে দান কর। পুনরায় ইহাও তোমাদিগকেই দিয়া দেওয়া হইবে।

যেমন, কোন শরীফ লোক বিবাহ শাদীতে এক টাকা সালামী লইয়া দুই টাকা প্রদান করেন। এরূপ শরীফ লোকের সম্মুখে এক টাকা সালামী দিতে কার্পণ্য করা নিজেরই ক্ষতি করা। দিবার সময় তো মাত্র এক টাকা তহ্‌বীল হইতে যায়। কোন সংকীর্ণমনা লোক যদি লোভের বশবর্তী হইয়া এই একটি টাকা দিতে হাত সঙ্কুচিত করিয়া লয়, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার বদান্যতার কথা অবগত আছে এবং এই এক টাকা দেওয়ার পরিণাম জানে, সে এক টাকা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না; বরং উহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিবে। এক টাকা দিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া খুশী হইবে যে, এই এক টাকা আরও এক টাকা সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গেও ঠিক এই ব্যাপার। এখন তিনি মানুষের জান-মাল অর্থাৎ, তাহাদের উপভোগের দ্রব্যাদির খরিদ্‌দার হইতেছেন। কিন্তু যত তিনি গ্রহণ করিতেছেন উহার দ্বিগুণ নহে, বরং বহু বহু গুণ অর্থাৎ, সহস্র সহস্র গুণ অধিক প্রদান করিবেন। মহব্বতের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দেখা যায় যে, আশেক ব্যক্তি দুঃখে-কষ্টে মরিয়া যাইতেছে:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق × ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

نیم جاں بستاند وصد جاں دهد + آنکه در وهمت نیاید آں دهد

"যাহার হৃদয় এশ্‌কের দ্বারা যেন্দা হইয়াছে সে কখনও মরে না। আমার স্থায়ী জগতের দফতরে তাহার নাম স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের অর্ধেক প্রাণ গ্রহণ করেন, কিন্তু তৎবিনিময়ে তিনি তাহাকে শত শত জান দান করেন। যাহা তুমি কখন কল্পনাও কর নাই তাহা দান করেন।"

ফলকথা, এই বিক্রয় করাও ফরয। প্রকৃতপক্ষে তাহা দানই দান। যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে বলিতেছেন—কতক লোক এমনও আছে যাহারা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ তা'আলার সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করে এবং উহার মূল্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের প্রতি খুবই মেহেরবান।

॥ তাসাওউফের রূপ ॥

তরজমা আপনারা শ্রবণ করিলেন। এখন আমি বলিতেছি, সেই সর্বশেষ পর্যায়টুকু কি, যাহা আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে? উহা আমি একটু বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করিব। এই মাস্আলাটি তরীকতের। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদগণ অধিকাংশ মোকামে অর্থাৎ, বাতেনী আ'মলসমূহে তরতীব অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমিকতার বিধান করিয়াছেন। উক্ত মোকামসমূহের দৃষ্টান্ত পাঠ্য কিতাবের সবকের মতই। কোন কোন সবক এমনও আছে যে, উহাতে এবং অন্যান্য সবকে তরতীব রক্ষা করা জরূরী। যেমন 'আলিফ্-বে' এবং সিপারা। অর্থাৎ, এরূপ কখনও সম্ভব নহে যে, 'আলিফ-বে'কে সিপারার উপর অগ্রবর্তী করা না হয়। আর কতক সবক এমন আছে যে, কয়েক প্রকার হইতে পারে। যেমন, কাফিয়া এবং কুত্বী। মানুষ যেহেতু এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হইয়া গিয়াছে। অতএব, নিয়ম-প্রণালী কিছুই জানে না। যে প্রণালী বুঝে আসে তাহাই অবলম্বন করিয়া লয় এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া পেরেশান ও অস্থির থাকে, কিছুই হাছিল হয় না।

যেমন, কোন ব্যক্তি ইহা জানে না যে, আগে আলিফ্-বে পড়িয়া পরে সিপারা পড়িতে হয়। সে যদি আলিফ-বে না পড়িয়াই সিপারা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং নিজের আয়ুর এক অংশ উহাতে কাটাইয়া দেয়, সে ব্যক্তি সিপারা পড়ায় যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তরতীবের সহিত পড়ে তাহার এত পরিশ্রমও করিতে হইবে না, দীর্ঘ সময়ও ব্যয় হইবে না এবং সফলতাও লাভ করিতে পারিবে। প্রথমোক্ত লোকটির নিকট সিপারা এত কঠিন বস্তু যে, উহা পড়িতে সময়ও ব্যয় হইল অনেক এবং মস্তিষ্কও শূন্য হইয়া গেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট সিপারা পড়া কোনই মুশ্কিল নহে। আরামের সহিত পড়িয়াছে এবং সময়ও বেশী লাগে নাই, মনের মতন সফলতাও লাভ করিয়াছে। এই প্রণালীই ভাল, না প্রথম ব্যক্তির প্রণালী ভাল? তাসাওউফ শিক্ষা করা মুশ্কিল হওয়ার ইহাই মূল কারণ। অন্যথায় তাসাওউফ খুবই সহজ। যদি আগ্রহ থাকে তবে উহার প্রণালী শিখিয়া লউন। প্রত্যেক কার্য নিয়ম-প্রণালী দ্বারাই ঠিক হইয়া থাকে। বে-নিয়মে চলিলে অস্থিরতা পেরেশানী ভিন্ন আর কিছুই হাছিল হয় না। সেই প্রণালী তত্ত্বজ্ঞানী পীরগণই অবগত আছেন। অতএব, সেই নিয়ম প্রণালী মানিয়া চলাই যেন সঠিক পন্থা।

www.BANGLAKITAB.com

কবি বলেন :

گر هوائے ایں سفر داری دلا + دامن رهبر بگیر و پس بیا
در ارادت باش صادق اے فرید + تا بیابی گنج عرفاں را کلید

গর হাওয়ায়ে ঈ সফর দারী দেলা + দামানে রহ্‌বর বগির ও পস্‌ বিয়া
দর এরাদত বাশ ছাদেক আয় ফরীদ + তা বয়াবী গঞ্জ এরফাঁ রা কলীদ।

"হে মন! যদি এই সফরের ইচ্ছা রাখ, তবে কোন পথ প্রদর্শকের আঁচল ধর এবং তাঁহার অনুগমন কর, সংকল্পে অকপট হও, হে-ফরিদ! তবেই মা'রেফাতের ভাণ্ডারের চাবি প্রাপ্ত হইবে।" আরও বলিয়াছেন :

بے رفیقے هر که شد در راه عشق + عمر بگذاشت و نه شد آگاه عشق

"বে রফীকে হারকে শুদ্‌ দর রাহে এশ্‌ক + ওমর বগুজাশ্‌তও না শুদ আগাহে এশ্‌ক"

এশ্‌কের পথে যে ব্যক্তি বন্ধুহীন হইয়াছে তাহার সমস্ত আয়ু নিঃশেষ হইয়াছে কিন্তু এশ্‌কের কিছুই জানিতে পারে নাই।" অতএব, কাহারও সাহচর্য অবলম্বন কর এবং নিজেকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও :

پیر خود را حاکم مطلق شناس + تا براه فقر گردی حق شناس
چوں گزیدی پیر هم تسلیم شو + همچوں موسی زیر حکم خضر رو
صبر کن در راه خضر اے بے نفاق + تا نگوید خضر رو هذا فراق

"নিজের পীরকে সকল সময় সকল অবস্থায় তোমার উপর হুকুমকারী বলিয়া জান, তাহা হইলে ফকীরীর পথে সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারিবে। পীর গ্রহণের পর নিজকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও। মুসার (আঃ) ন্যায় খেযেরের (আঃ) আজ্ঞাধীন হইয়া চল। অকপট মনে খেযেরের পথে ছবর কর। খেযের যেন বলিতে না পারেন, 'চলিয়া যাও—ইহাই তোমার ও আমার বিচ্ছেদ'।"

॥ তাসাওউফের কুঞ্জী ॥

কিন্তু পীরকে প্রথমে যাচাই করিয়া লও। সকলের সাহচর্য অবলম্বন করিও না। এই দলে ডাকাত অনেক আছে। পীর কামেল হওয়া চাই। সুন্নত পালনকারী হওয়া চাই। শয়তানের অনুগামী যেন না হয়। নিজেও কামেল হয় অপরকেও কামেল বানাইবার ক্ষমতা থাকে। বাহিরের ও ভিতরের গুণাবলীতে সমভাবে গুণান্বিত হয়। তাহার ভিতর এবং বাহির কোনটিই যেন শরীয়তের বিপরীত না হয়। খুব যাঁচাই করিয়া লইবে। উহাতে তাড়াহুড়া করিবে না। পীর নির্ণয়ে যত বিলম্ব হইবে ততই লাভ অধিক হইবে। তদ্রূপ কামেলপীর পাইলে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণরূপে নিজকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও। আর তিনি যাহাকিছু বলেন, উহাকে সঠিক মনে করিবে, উহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। তাহার হুকুমকে খোদার হুকুম মনে করিও। ইহা পীর পূজা নহে। তিনি খোদাও নহেন ; বরং এই জন্য বলা হয় যে, তিনি যাহাকিছু

www.BANGLAKITAB.com

শিখান বা বলেন, তাহা খোদা ও রাসূলেরই হুকুম। সবকিছুই কোরআন এবং হাদীসের অনুরূপ।

কোরআন ও হাদীস তাসাওউফে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাসাওউফের প্রত্যেকটি মাস্‌আলা কোরআন ও হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আমাদের বুঝের ত্রুটি, আমরা বুঝিতে পারি নাই। যেমন দেখুন, এই ধর্মের শেষ পর্যায়ের মাস্‌আলাটি কি? তাহা এই আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা আমি এখন বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই আয়াতটিকে সদাসর্বদা তেলাওয়াত করিয়াছি। কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ বলিয়া দেন নাই, সে পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই যে, এই আয়াতে এই মাস্‌আলাটি রহিয়াছে। এই সমস্ত এল্‌ম কোরআন এবং হাদীস শরীফে বিদ্যমান কিন্তু তালাবদ্ধ। হাযারাত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের হাতে উহার চাবি। তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত সামান্য কথাও জানা সম্ভব নহে। তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলে বড় হইতে বড় বিষয়ও সাধারণ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক অংশে তাসাওউফ দেখা যায়। এখন তো অবস্থা এইরূপ :

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش + من از رفتار پایت می شناسم

"তুমি যে রং-এর জামা ইচ্ছা, পরিধান কর। আমি তোমার পদক্ষেপেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিব।" বরং ইহার চেয়ে আরও বাড়াইয়া বলা যায় :

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش × من انداز قدت را می شناسم

"... ... ..., আমি তোমার দেহের গঠন পরিমাণ চিনি।" এখন তো প্রত্যেক আয়াতে এবং প্রত্যেক হাদীসে দৃষ্টিগোচর হয় যে, এখানে তাসাওউফের অমুক কথা আছে, এখানে অমুক কথা আছে। ইহা সেই মহাপুরুষগণেরই দয়া। ইহাতে আমার কোন কামালিয়ৎ নাই। আমি এখানেও তাঁহাদের বাণী নকল করিতেছি।

॥ আজকালের তাসাওউফ ॥

অতএব, এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, তরীকতের সর্বশেষ পর্যায়ের মোকাম কি? তরীকতের মধ্যে যেহেতু বহু মোকাম রহিয়াছে, আমাকে উহারই সর্বশেষ মোকাম সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। অতএব, সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে, মোকাম শব্দের অর্থ-ই বর্ণনা করা। কেননা, এখান হইতেই নানাপ্রকারের ভুলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আজকাল তাসাওউফ সম্বন্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন বিকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, কয়েকটি বৈচিত্রময় এবং সাধ্যাতীত বোঝার সমষ্টির নাম তাসাওউফ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে তাসাওউফের নাম শুনিয়া লোকে ভয় পায় এবং এই কারণেই শরীয়ত হইতে উহাকে পৃথক করা হয়। কেননা, শরীয়তের ব্যাপক এবং প্রথম মূলনীতি এই যে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে উহার

www.BANGLAKITAB.com

সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট প্রদান করেন না।" আর বিকৃত তাসাওউফের আবিষ্কারকগণের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে—'সাধ্যাতীত'। তবে শরীয়ত এবং তাসাওউফ এক কেমন করিয়া হইতে পারে? যেমন অনেকেরই ধারণা তাসাওউফের স্বরূপ এই যে, স্ত্রী পুত্র বাড়ী-ঘর এবং সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ছাড়িয়া নির্জনতা অবলম্বন কর। তৎপর তরীকতের পথে পা রাখিও। (মানুষ তাসাওউফকে 'হাও' বানাইয়া রাখিয়াছে। যাহাতে লোকে ইহাকে দুর হইতে ভয় পায়।) অতএব, যাহাকেই তাহারা দেখিতে পায় যে, ইনি স্ত্রীও রাখিয়াছেন, থাকার জন্য বাড়ীও রাখিতেছেন। এরূপ লোককে সূফী মনে করে না; বরং বলে, এই ব্যক্তি দুনিয়াদার। এরূপ লোককে পীর বলিয়া গ্রহণ করা তো দুরের কথা একান্ত নিম্নস্তরেরও গণ্য করে না। অথচ কোন তত্ত্বজ্ঞানী ও সুন্নতের পাবন্দ ছুফী কখনও এরূপ বলিতে পারেন না। কেননা, শরীয়তের নির্দেশ ইহার বিপরীত। যেমন, সংসার ত্যাগী হইতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে এবং থাকিবার জন্য ঘর রাখিতেও অনুমতি দিয়াছে। প্রাচীনকালের আউলিয়ায়ে কেরামের অনেকেই বাসগৃহ রাখিয়াছেন। বাড়ী তো বাড়ী, গ্রাম খরিদ করিতেও এবং তাহাও একখানি নহে বহু গ্রাম খরিদ করিতে এবং স্ত্রী একজন নহে, চারিজন পর্যন্ত রাখিতেও তত্ত্বজ্ঞানীরা নিষেধ করেন নাই। কোন ছুফীও আজ পর্যন্ত তাহা নিষেধ করেন নাই। তরীকতের কোন হালের প্রাবল্য বশতঃ নিজে ত্যাগ করা অন্য কথা। অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা মহাপুরুষ তাহাও করিয়াছেন এবং নাফসের সঙ্গে তাঁহারা বড় বড় জেহাদ করিয়াছেন। এমন কি, রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

॥ এশ্‌কের বিশেষত্ব ॥

কোন কোন শুষ্ক মেযাজের লোক এই হালের প্রাবল্য সম্বন্ধে মতভেদ করিয়া থাকে। কিন্তু হালের প্রাবল্য এমন একটি বিষয়, ইহার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত লোকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারে এবং দলিল-প্রমাণও তলব করিতে পারে। কিন্তু যখন সম্মুখীন হইবে, তখন দুনিয়ার কোন বস্তুই সেই হাল প্রাবল্যের মোকাবেলা করিতে পারে না। তোমার যদি হালের প্রাবল্য হয় তুমিও দুনিয়া এবং ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিবে। যত প্রকারের বাদানুবাদ করিয়াছিলে সবকিছুই ভুলিয়া যাইবে। হালের প্রাবল্য হওয়া এবং না হওয়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন পোলাউ এবং ভাত। এক ব্যক্তি ভাত খাইতেছে খুব আগ্রহের সহিতই খাইতেছে। আর অন্যান্য মানুষের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে তাহারা পোলাউ খাইতেছে, ভাত স্পর্শও করে না। ইহা দেখিয়া সে আশ্চর্য বোধ করিতেছে এবং প্রশ্ন করিতেছে ইহারা এমন সুস্বাদু জিনিষ ত্যাগ করিতেছে? জবাব এই হইতে পারে তাহার সামনেও এক রেকাবী পোলাউ রাখিতে দেওয়া হউক এবং তাহাকে এক লোক্‌মা পোলাউ খাইতে দেওয়া হউক। সে স্বাদ গ্রহণ করিতেই

www.BANGLAKITAB.com

আর ভাতের নাম মুখে আনিবে না। অথচ ভাত খাইতে কেহ তাহাকে নিষেধ করিবে না। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হউক ভাতের মত স্বাদের খাদ্য কেন ত্যাগ করিলে? উত্তর এই পাওয়া যাইবে যে, মিঞা ব্যস, ইহার সামনে ভাত কি বস্তু? এক লোক্‌মা তুমিও খাইয়া দেখ। তুমিও ইহাই বলিবে। খোদার রাস্তার অবস্থা এইরূপ যে, মানুষ দুর হইতে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের উপর প্রশ্ন করিতে পারে। কিন্তু একবার সেদিকে একটু মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া লউন সেই প্রশ্ন কোথায় যায় এবং দুনিয়া কিরূপে তাহার মনে থাকে:

تا بدانی هر کرا یزدان بخواند + از همه کار جهان بیکار ماند

"যাহাকে খোদা বলে তাঁহার পরিচয় পাইলে দুনিয়ার যাবতীয় কার্য হইতে অকর্মন্য হইয়া যায়।"

তখন অবস্থা এই দাঁড়াইবে যে, দুনিয়া হইতে নিষেধ করা তো দুরের কথা দুনিয়া তলব করিতে আদেশ করিলেও দুনিয়ার অন্বেষণ তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। ইহার খুব মোটা একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক বেশ্যার প্রতি কোন এক ব্যক্তি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তখন সে নিজের স্ত্রীকে ভুলিয়া কেবল সে বেশ্যার হইয়াই থাকে। এমনকি সেই বেশ্যা যদি তাহাকে অনুমতিও দেয় যে, বিবির নিকট যাও; বরং যদি সে কাজের জন্য আদেশও করে, তবুও সে তাহা করিতে পারিবে না। মহব্বতের বিশেষত্বই তো এই যে, মাহবুব ভিন্ন আর কিছু থাকে না। একটি বাজারী বেশ্যার প্রেমের যখন এই বিশেষত্ব তখন:

عشق مولی کے کم از لیلے بود + گوئے گشتن بہر وے اولی بود

"মাওলার এশ্‌ক লাইলার এশ্‌কের চেয়ে কেন কম হইবে? তাঁহার এশ্‌কে তো পায়ের সম্মুখে ফুটবল হওয়াই শ্রেয়ঃ হইবে।" শেখ বলেন:

ترا عشق همچو خودے زاب و گل + رباید همه صبر وارام دل

"তোমরা কাদা-পানির তৈরী মানুষের প্রেম এত প্রবল যে, উহা ছবর এবং অন্তরের আরাম আয়েশ সবকিছুই ছিনাইয়া নেয়।" আর মাল-দৌলতের অবস্থা এইরূপ হয় যে:

چو در چشم شاهد نیاید زرت + زرو خاک یکساں نماید برت

"তোমার ধন-দৌলত যদি মা'শুকের চক্ষুর সম্মুখে না আসিল, তবে স্বর্ণ এবং মাটি তোমার নিকট সমান মনে হইবে।" একটু পরে আরও বলেন:

عجب داری از سالکان طریق + که باشند در بحر معنی غریق

"তুমি তরীকতপন্থীগণকে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছ যে, তাঁহারা এশ্‌কে হাকীকীতে নিমজ্জান থাকিতেছেন।"

অর্থাৎ, এশ্‌কের মধ্যে যখন সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষত্ব রহিয়াছে, তখন এশ্‌কে হাকীকীর মধ্যে এ সমস্ত বিশেষত্ব অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, মানুষ একজনেরই হইয়া থাকিবে। এই জন্যই দাবী করিয়া বলিতেছি, গ্রাম খরিদ করা, স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করা, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র বৃদ্ধি করা যদিও মূলতঃ তরীকতের বিরোধী নহে, কিন্তু মহব্বতের প্রাবল্য হইলে এই সমুদয়ের মোহ আপনাআপনিই ছুটিয়া যাইবে। আমি ছাড়াইতেছি না।

॥ তাসাওউফ এবং শরীয়ত ॥

কিন্তু কি করা যাইবে—এক খাপে দুই তরবারি থাকে না, দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। হাঁ, এতটুকু সম্ভব যে, আসল তরবারিকে পরিবর্তন করিয়া উহার স্থানে কাঠের তরবারি রাখা যায়। ইহাতে খাপেরও কোন আপত্তি হইবে না এবং আসল তরবারিরও কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তরবারি চিনে তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হয় যে, আসল তরবারির স্থলে কাঠের তরবারি রাখে? এইরূপে যে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলা প্রবেশ করিয়াছেন, সে হৃদয়ে অপরের স্থান কোথায়? দুইয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। হাঁ, এতটুকু অবশ্যই সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও তথায় স্থান দিতে পারে। কিন্তু দিবে কোন্ প্রাণে? বলুন দেখি, এরূপ করা যাইতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলাকে কেহ কি ছাড়িতে পারেন?

মোটকথা, মহব্বতের প্রাবল্যের লক্ষণ হইল এই। ইহাতে মানুষ অপারগ হইয়া যায়। কিন্তু তাসাওউফের বিধান এই যে, যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয উহা কেহই নিষেধ করিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন গ্রাম খরিদ করা, যমিন খরিদ করা এবং চারিজন বিবি রাখা জায়েয করিয়াছেন, কাহার সাধ্য আছে তাহা নিষেধ করিয়া দেয়? আর খোদা যখন এই সমস্ত জিনিষ নিষেধ করেন নাই। তখন এই সমুদয় তরীকতের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক কেমন করিয়া হইতে পারে? এরূপ বিশ্বাস রাখাও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের বিরোধিতা করা। হাঁ, এতটুকু কথা অবশ্যই আছে যে, এ সমস্ত বস্তুতে এমনভাবে মশ্গুল হইবে না যাহাতে আসল কাজ হইতে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হইতে বিরত হইয়া গুনাহের কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ অবস্থায় এ সমস্ত বস্তুর সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধই প্রযোজ্য হইবে। কেননা, শরীয়তের প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝা যায়। ফলকথা, তাসাওউফ শরীয়ত ছাড়া কোন নূতন জিনিষ নহে।"

॥ মোকামের তথ্য ॥

কিন্তু দেখুন, তরীকতের পথের নাম লইয়া মানুষ কেমন মুশ্কিলে ফেলে। দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বর্জন না করিলে তাহাকে তরীকতপন্থীই বলা হয় না, যদিও আজকাল এই দুনিয়া তরক করার অর্থ অপরের হক নষ্ট করা, যাহা কোন ক্রমেই জায়েয নহে,

www.BANGLAKITAB.com

এবং কখনও উহা আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে না। আমি তরীকতের পথের যে তথ্য বর্ণনা করিলাম তাহা কত পরিষ্কার! আমি এই জন্যই বলি, তাসাওউফ কোন মুশ্‌কিল বিষয় নহে। কিন্তু কাজ শর্ত। শুধু কথায় তো কোন কাজই হইতে পারে না। মোটকথা, তাসাওউফের কোন অংশ কোন অভূতপূর্ব বস্তু নহে, যেমন মানুষ মূর্খতা বশতঃ বুঝিয়া রাখিয়াছে। যেমন, 'মোকাম' শব্দটি। এই মোকাম শব্দেরই কত রকমের অর্থ মানুষ নিজের তরফ হইতে বানাইয়া লইয়াছে। যেমন, আজকাল যদি একটু লেখাপড়া জানা ফকির হয়, তবে সে 'মোকামের' অর্থ বলে— لاهوت جبروت (আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী এবং সত্ত্বার স্তর বিশেষ) তাসাওউফের আলেমগণ হইতে ইহারা এই দুইটি শব্দ চুরি করিয়া লইয়াছে। সাধারণ লোকের সম্মুখে এই শব্দগুলিকে আওড়ায় যাহাতে লোকে মনে করে যে, এই ব্যক্তিও তাসাওউফ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অথচ যে দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিল, তাহারা নিজেরাই জানে না যে, শব্দ দুইটির অর্থ কি? এবং এই দুইটি কি বস্তু, শুধু لاهوت و جبروت শব্দ দুইটি স্মরণ রাখিয়াছে, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, لاهوت و جبروت শব্দ দুইটি অর্থহীন; অর্থপূর্ণ নিশ্চয়ই বটে; কিন্তু এগুলি অস্তিত্বের স্তর বা পর্যায়, ছুফীদের পরিভাষায় যাহাকে মোকাম বলে এবং শেষ পর্যায় সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করিতে যাইতেছি। উহা এই অস্তিতের স্তর নহে; বরং নেকীর কাজ অবলম্বন করাকে মোকাম বলে। তবে এতটুকু বিশেষত্ব আরও আছে যে, নেক কাজ বলিতে এখানে বাতেনী আ'মল উদ্দেশ্য। যাহেরী আমলকে মোকাম বলা হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং উত্তমরূপে নামাযের পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তিকে ছুফীদের পরিভাষায় নামাযের সমস্ত মোকাম সমাপ্ত করিয়াছে বলা যাইবে না; বরং বাতেনী আ'মলের নাম মোকাম, যেমন 'নম্রতা' অর্থাৎ, নিজকে নিজে হীন মনে করা কিংবা 'এখ্‌লাছ' অর্থাৎ, কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ করা, কিংবা যেমন ছবর, শোকর, রেযামন্দী, তাওহীদ প্রভৃতি। যাহাদের বিস্তারিত বিবরণ তাসাওউফ শাস্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, এসমস্ত গুণ হাছিল করাকে মোকাম হাছিল করা বলে। অতএব, বলা যদি হয়, "অমুক ব্যক্তি 'তাওয়াযু' অর্থাৎ নম্রতার মোকাম অতিক্রম করিয়াছে" তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, তিনি উহাতে স্থায়ী ক্ষমতার পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। ইহার উপর অন্যান্য মোকাম অনুমান করিয়া লউন।

॥ সুলূকের অর্থ ॥

বাতাসে উড়া কিংবা পানির উপর দিয়া হাটার নাম 'সুলূক' নহে। কেননা, তরীকতের পথে গমনকারী মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। তরীকতের পথে আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

সে মাছও হইয়া যায় না, পক্ষীও হইয়া যায় না, লোকে এসমস্ত অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যকে কামালিয়াৎ মনে করিয়া লইয়াছে এবং ইহাকেই তাসাওউফের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। ইহা হাছিল করিতে পারিলেই কামেল হইয়া গেল, আর এই কামালিয়াত হাছিল না হইলে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গিয়াছে মনে করে। কিন্তু কোরআনে ও হাদীসে কোথাও ইহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মোকাম অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের বাতেনী আ'মল কল্‌ব্‌কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়। এই কল্‌বের পরিচ্ছন্নতা সাধনই ঐ সমস্ত আমলের মূল উদ্দেশ্য। ইহাই বড় জিনিষ। পানির উপর হাটা এবং বাতাসে উড়াকে উদ্দেশ্য মনে করার অর্থ এই যে, মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া হায়ওয়ান জান্‌ওয়ারের দিকে রূপান্তরিত হইয়া যাও, যানুষ হইতে মাছ কিংবা পক্ষী হইয়া যাও। সারকথা এই যে, কতক বাতেনী আমল এরূপ আছে—যাহা বর্জনীয়, আর কতক আমল এরূপ আছে যাহা অবলম্বনীয়। যেমন, 'রিয়াকারী' ও তাকাব্‌বুরী, প্রভৃতি বর্জনীয় আ'মল। এই সমস্তই হইল মোকাম। এ সমস্ত হাছিল করা ও পূর্ণতা সাধন করার নামই 'সুলূক'। এই সমস্ত মোকাম হাছিল করার বেলায় কোনটি আগে হাছিল করিতে হয় এবং কোনটি পরে হাছিল করিতে হয়। যেমন, আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি যে, আলিফ-বে ও ছিপারা পড়ার মধ্যে পর্যায় রক্ষা করা একান্ত জরূরী। আলিফ-বে' আগে আয়ত্ত না করিলে ছিপারা যেরূপ হাছিল হওয়া উচিত তদ্রূপ হাছিল হইতে পারে না। আবার কোন কোন আ'মল দুই দুইটি এক সঙ্গে হাছিল করা যাইতে পারে, কোন কোন আমল পর্যায়ক্রমিক ভাবে। কোন্ কোন্ আমল সঙ্গে সঙ্গে হাছিল করা যাইতে পারে। তাহা মুর্শিদের নির্দেশের উপর নির্ভর করিবে।

যেমন, চিকিৎসক কোন কোন ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করেন যেমন মুন্‌জেয্‌ ও মুস্‌হেল্‌। অর্থাৎ, পরিপাকশীল ঔষধ ও জুলাবের ঔষধ, এই দুইটি ঔষধকে পর্যায় ক্রমে ব্যবহার করিতে দিয়া থাকে। এই পর্যায়ের কোন পরিবর্তন এই দুইটির মধ্যে করা যাইতে পারে না এবং দুইটিকে একত্রে ব্যবহার করিতেও দেওয়া যাইতে পারে না। এমনও হইতে পারে না যে, উহাদের পর্যায় পরিবর্তন করিয়া আগে জুলাবের ঔষধ এবং পরে পরিপাকের ঔষধ খাইতে দেওয়া যাইবে। আবার কোন কোন ঔষধকে একত্রেও সেবন করিতে দেওয়া হয়। যেমন, জুলাব এবং উহার সহায়ক ঔষধ একই দিনে এক সঙ্গে সেবন করিতে দেওয়া হয়।

ফলকথা, বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন কোন্ কাজ পর্যায়ক্রমিক ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোন্ কাজ এক সঙ্গে করা যাইতে পারে। ইহার কিছু নিয়মাবলীও আছে। কিন্তু এখন উহা বর্ণনা করার সময়ও নাই। উহা বর্ণনা করিলে কোন লাভও হইবে না। কেননা, কেহ যদি ইচ্ছা করে যে, উক্ত নিয়মাবলী শ্রবণ পূর্বক

www.BANGLAKITAB.com

উহাদেরই সাহায্যে নিজের আভ্যন্তরীণ রোগের সংশোধন করিয়া লইবে এবং কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিবে তাহা সম্ভব নহে। উহার দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপ হইবে যেমন চিকিৎসা করাইবার প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাহার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করাই কার্যকরী হইবে। চিকিৎসার নিয়মাবলী রোগীর সম্মুখে আওড়াইলে কোনই ফল হইবে না। কেননা, উক্ত নিয়মাবলীর সাহায্যে রোগী নিজের চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে না; বরং ইহারই প্রয়োজন যে, যখন চিকিৎসার আবশ্যক হয়, তখন চিকিৎসকের নিকট হইতে জানিয়া লইবে, সে প্রকৃত কোন্ রোগের রোগী এবং ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন্ ঔষধের আবশ্যক। এই পন্থাই সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সহজ।

॥ রেযামন্দীর অর্থ ॥

সুতরাং পর্যায়ক্রমে করা এবং একত্রে করা সম্বন্ধীয় উক্ত নিয়মাবলী বর্ণনা করা অনর্থক ও নিষ্ফল। হাঁ, মোটামুটিরূপে এতটুকু বর্ণনা করিতে চাই যে, কোন কোন কাজে পর্যায় রক্ষা করা হইয়া থাকে—সেই পর্যায়ক্রমের সর্বশেষ পর্যায় কি? অর্থাৎ, যে স্তরে যাইয়া সমস্ত মোকাম অতিক্রম হইয়া যায় এবং মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টা ও পরিশ্রম সমাপ্ত হয় তাহা কোন্ পর্যায়? অতএব, বলিতেছি যে, এসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের উক্তি ও মত রহিয়াছে। কেহ বলেন, রেযামন্দী সর্বশেষ মোকাম। 'রেযা' শব্দটি মছদর বা ক্রিয়া বিশেষ, ইহার কর্তা নিজেকেও বলা যাইতে পারে। তখন অর্থ এই হইবে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যে পর্যায়ে যাইয়া রাযী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধানে আপনার মনে অসন্তোষ বা অপছন্দ ভাব না থাকে। অথচ এই ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ্ তা'আলা বলা হয়, তখন অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তোষ ও বান্দার সন্তোষের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আ'মলের মোকাম উভয় অবস্থায় একই বটে। ইহার নাম আল্লাহ্র সন্তোষও বলিতে পার কিংবা বান্দার সন্তোষও বলিতে পার। 'তালাযুম' অর্থাৎ, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি বয়েত মনে পড়িল। তাহাতে এই বক্তব্য বিষয়টিও পরিষ্কার হইয়া যাইবে:

بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف + گر بکشد زہے طرب ورنکشم زہے شرف

"অদৃষ্ট সাহায্য করিলে তাহার আঁচল হাতে ধরিব। অতঃপর সে টানিয়া নিলে তো খুবই আনন্দের কথা, আর যদি আমি তাহাকে টানিয়া আনিতে পারি তাহাও অতি সৌভাগ্য এবং গৌরবের বিষয়।" অর্থাৎ, মাহ্বুবের আঁচল হাতে আসা চাই। অতঃপর মাহ্বুব আমাকে টানিয়া নিলেও মিলন এবং আমি তাহাকে টানিয়া আনিলেও মিলনই হাছিল হইল। ফলকথা, রেযার উভয় অর্থ, (অর্থাৎ, বান্দার সন্তোষ কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ,) পরস্পর বিজড়িত। সর্ব অবস্থায়েউহাতে ইহাই লক্ষ্যণীয়

www.BANGLAKITAB.com

যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজে ও বিধানে বান্দার মন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত না হয়। 'রেযা' শব্দের অর্থ আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজের উপর বান্দা অসন্তুষ্ট না থাকাই 'রেযা'। 'রেযা ক্রিয়ার কর্তা বান্দাকে বলা হইলে তো ইহার অর্থ এইরূপই হইবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে কর্তা বলা হয়, তবে অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু ইহা রেযা শব্দের শাব্দিক অর্থ নহে। কেননা, কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্ রাযী হইলে উহার অবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যম্ভাবী হয় যে, বান্দা আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজে রাযী থাকে। ফলকথা, রেযার মোকামে একথা অবশ্যই হয় যে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজে রাযী থাকে। উহার পরীক্ষা ইহার দ্বারাই হয় যে, স্বভাবতঃ রাযী না হইলেও বিবেক অনুযায়ী কোন অভিযোগ নাই। এই কথাটুকুর মধ্যে মূর্খ ফকিরগণ কত রকমের প্যাঁচ লাগাইয়া দিয়াছে। তাহারা 'রেযার' ব্যাখ্যা এইরূপ করে, এমন অবস্থাকে 'রেযা' বলা হইবে যাহাতে তীর আসিয়া লাগিলেও উঃ শব্দ মুখ দিয়া বাহির না হয় এবং খবরও না হয়। এই জাতীয় ব্যাখ্যার ফলেই লোকে বুঝিয়া লইয়াছে সাধ্যাতীত কষ্টের নাম তাসাওউফ। এই কারণেই তাসাওউফের নাম শুনিয়া মানুষ ঘাবড়াইয়া যায় এবং বলে, ইহা আমাদের সাধ্যের কাজ নহে। খামাখা ঝামেলায় পড়িয়া লাভ কি? খুব ভালরূপে বুঝিয়া লউন। স্বভাবতঃ আল্লাহ্‌র কাজ অমনঃপুত হওয়া 'রেযা'র বিপরীত নহে। তবে জ্ঞান ও বিবেকানুযায়ী অসন্তুষ্ট হওয়া চাই না। যেমন, পুত্র মরিলে দেখিতে হইবে—অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার কাজের প্রতি কোন অভিযোগ আছে কি না এবং এরূপ বলে কি না—ছেলেটি না মরিলে ভাল হইত। স্বাভাবিক কষ্ট যতই হউক তাহাতে দোষ নাই। শুধু এটুকু দেখিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং বিবেকানুযায়ী আল্লাহ্‌র এই কাজকে নাপছন্দ করে কি না এবং আল্লাহ্‌র কাজকে খারাপ মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছে কি না। অর্থাৎ এরূপ মনে করা উচিত—যাহা কিছু ঘটিয়াছে খুব ঠিকই হইয়াছে এবং এরূপ হওয়াই উচিত ছিল এবং ইহাতেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর ইহার সহিত যদিও স্বাভাবিক অসন্তোষ আসিয়া যায়, তবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবে না যে, স্বাভাবিক অসন্তোষ এবং বিবেকানুযায়ী সন্তোষ একত্রিত কেমন করিয়া হইতে পারে। বাহ্যিক তো এই দুইটি বস্তুকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। তদ্দ্বারা এই প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তাহাতে ইহাও বুঝা যাইবে যে, এই মোকামটি বেশী মুশ্‌কিল নহে। মানুষ এই ধরনের বিষয়কে তত্ত্ববিদগণের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া লয় না। নিজেই বসিয়া বসিয়া যাহাকিছু বুঝে আসে, উহার উপর সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লয়। যেমন অনেক লোক ইহারই সম্বন্ধে বুঝিয়া বসিয়াছে যে, সন্তোষ আর অসন্তোষ কেমন করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

একত্রিত হইতে পারে এবং এতটুকু তাওফীক হয় না যে, কাহারও নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। খুব ভালরূপে বুঝিয়া লউন যে, স্বভাবতঃ কষ্ট হওয়া এবং জ্ঞানতঃ না হওয়া সম্ভব। কেননা, দুই বিপরীত বস্তুর মধ্যে বিবেচনার দিক এক হওয়া শর্ত এবং যেহেতু এখানে একটির মধ্যে জ্ঞানতঃ এবং অপরটির মধ্যে স্বভাবতঃ বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক কেমন করিয়া হইল? আবার ইহাদের মধ্যে ঐক্যও নাই। কেননা, উভয়টি অস্তিত্ববাচক নহে। সুতরাং এই দুইটি বিষয়ের একত্রে সমাবেশ জ্ঞানতঃ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব নহে। অন্য কথায় ইহাকে এরূপও বলিতে পারেন যে, ইহাদের একত্রে সমাবেশ জ্ঞানতঃ সম্ভব। অতএব, বিস্ময়ের ব্যাপার, শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে জটিলতা কেন আনয়ন করেন! হাঁ, সাধারণের জ্ঞানে যদি ইহা না আসে কিংবা ইহাকে অসম্ভব মনে করে, তবে কিছুটা সঙ্গত ছিল। কিন্তু আমি এখন যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি, উক্ত কথাটি খুব সহজেই বোধগম্য হইয়া যাইবে এবং অসম্ভব মনে করার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

দৃষ্টান্তটি এই: মনে করুন, কাহারও ফোঁড়া হইয়া খুব কষ্ট পাইতে লাগিল। চিকিৎসককে দেখাইলে সে বলিল, অস্ত্রোপচার ব্যতীত ইহার অন্য কোন উপায় নাই। দুই চারি জন অভিজ্ঞ সার্জনকে দেখাইল। সকলেই এবিষয়ে একমত হইলেন। ফলকথা, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, অস্ত্রোপচারই করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সকলেরই প্রিয়, বাধ্য হইয়া সে উহা স্বীকার করিবে এবং চিকিৎসককে অস্ত্রোপচার করিতে আদেশ করিবে। উহাতে কষ্টও হইবে এবং সে উহা বরদাশতও করিবে। অগত্যা অস্ত্রোপচার করাইতে বসিল। ফোঁড়াটি ছিল খুব খারাপ ধরনের। উহার ক্রিয়া মাংসের ভিতর হাড্ডির নিকট পর্যন্ত যাইয়া পৌছিয়াছিল। চিকিৎসক গভীর অস্ত্রোপচার করিলেন। রোগী জোরে উঃ শব্দ করিল, চক্ষু হইতে অশ্রুও নির্গত হইল। যদিও খুব জোয়ান এবং সাহসী ছিল কিন্তু ধৈর্য রাখিতে পারিল না। মুখও বিকৃত করিল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়াও উঠিল। যাহা হউক, অস্ত্রোপচার সমাপ্ত হইল। পূঁজ ও দুষিত রক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইল। দুষিত মাংস কাটিয়া ফেলিয়া মলম লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এখন রোগী হাসিতে লাগিল, ফোঁড়া হইতে নির্গত দুষিত পদার্থসমূহ দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল, ভালই হইয়াছে। খোদা তা'আলা ইহার কষ্ট দুর করিয়া দিয়াছেন। চতুর্দিক হইতে লোকে তাহাকে মোবারকবাদ দিতে লাগিল। রোগী আদেশ দিলেন, চিকিৎসককে দশ টাকা পারিশ্রমিক এবং বিশ টাকা পুরস্কার দাও এবং জামা-কাপড়ও দাও। খুবই বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ এবং অনুগত। খুব চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া এবং আন্তরিকতার সহিত সে এই কাজ করিয়াছে।

দৃষ্টান্তটি আপনি শ্রবণ করিলেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, এস্থলে কষ্ট এবং রেযামন্দী একত্রিত হইল কি না। যদি কষ্ট হয় নাই, তবে অশ্রু কেন বাহির হইল?

www.BANGLAKITAB.com

উঃ কেন করিল, মুখ কেন বিকৃত করিল এবং শরীর কেন কাঁপিল ? যদি আনন্দিত বা সন্তুষ্ট না হইত, তবে দশ টাকার উপর আবার বিশ টাকা পুরস্কার কেন দিল ? তাহার প্রশংসা কেন করিতেছে ? কাজেই, বলিতে হইবে অসন্তুষ্টও হইয়াছে সন্তুষ্টও হইয়াছে অর্থাৎ, জ্ঞানতঃ এই দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার এবং সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। এখন আর ইহার কোন প্রশ্নও উঠিতে পারে না। আর অসম্ভব মনে করার অবকাশ রহিল না, অর্থাৎ, সন্তোষ ও অসন্তোষ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে একত্রিত হইতে পারে। অতএব, এখন আর 'রেযা' শব্দের অর্থের মধ্যে এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মানুষ বিপদকালে দুঃখ-কষ্ট জনিত স্বাভাবিক অসন্তোষও অনুভব করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি সন্তোষও কায়েম থাকে। কেননা, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি স্বভাবগত। আর খোদার বিধানের প্রতি সন্তোষ জ্ঞান সম্মত।

॥ রেযা'র মোকাম ॥

ফলকথা, 'রেয়া'র মোকাম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় কাজে জ্ঞানতঃ রাযী থাকিবে যদিও স্বভাবতঃ অসন্তোষ বা দুঃখ-কষ্ট অনুভূত হউক। যেমন পুত্রের মৃত্যুতে কষ্ট হইয়া থাকে এবং অশ্রুও নির্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানতঃ একথা জানে এবং খুব ভালরূপে একথার প্রতি মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইহাই ঠিক যাহা আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি রেযার মোকাম হাছিল করিয়াছে।

সারকথা এই যে, 'রেযার' মধ্যে স্বভাবগত খুশী অনুভব করা শর্ত নহে। হাঁ, খোদার কোন কোন বান্দা এমনও আছেন, যাঁহাদের স্বভাব সুলভ খুশীও হাছিল হইয়াছে। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কষ্টের সময় হাসিয়াছেন বরং খিল খিল করিয়া হাসিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছিল হালের প্রাবল্য জনিত। এই অবস্থাটি প্রকাশ্যত সর্বাপেক্ষা কামেল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, মধ্যবর্তী অবস্থায় এরূপ 'হাল' হইয়া থাকে, শেষ পর্যায়ে বা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর্যায়ে এরূপ অবস্থা হয় না। দেখুন, আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ হয় নাই। ইহা সর্ববাদি সম্মত যে, তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক কামেল ছিলেন। অতএব, ইহা কামালিয়তের অবস্থা কেমন করিয়া হইতে পারে ?

॥ কামালিয়তের অবস্থা কেমন হইতে পারে ॥

আসল কথা এই যে, মধ্যবর্তী অবস্থার আল্লাহ্ওয়ালাগণ হালের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। তাঁহারা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে পারেন না। যেমন, কাহাকেও ক্লোরোফরম শুঙ্গাইয়া অপারেশন করা হইলে সে অনুভব করিতে পারে না। আর শেষ পর্যায়ের কামেলদের অবস্থা এই যে, কুরসীর উপরে বসিয়া অপারেশন করাইয়া লইয়াছে। উহাতে কষ্টও পূর্ণ মাত্রায় অনুভূত হইয়াছে, কপালও কুঞ্চিত হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু এত বলিষ্ঠ হৃদয় এবং সাহসী যে, সহ্য করিয়া গিয়াছেন আম্বিয়া কেরামের অবস্থাও এইরূপই যে, কষ্টের অনুভূতি তাঁহাদের পুরাপুরিই হইয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের বল এত অধিক যে, সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতে পারেন। দুঃখ কষ্টের বা চিন্তার লক্ষণও প্রকাশ পায় এবং বাস্তবিক পক্ষে দুঃখ এবং চিন্তাও হয়। যেমন, কুরসির উপর বসিয়া যাঁহারা অপারেশন করান তাঁহারাও কষ্ট পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞানতঃ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি রেযা ও সম্মতি প্রবল থাকে এবং চুল পরিমাণও সীমা লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা সবেমাত্র আল্লাহ্‌র যেক্‌রে ডুবিয়াছেন তাঁহাদের চেয়ে ইঁহাদের অবস্থা আরও উন্নত। যেমন, ক্লোরোফরম শুঙ্গিয়া অজ্ঞান অবস্থায় অপারেশনকারীর চেয়ে সজ্ঞানে কুরসীর উপর বসিয়া অপারেশনকারীর অবস্থা উন্নত। খুব বুঝিতে চেষ্টা করুন। আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কাহারও পুত্র বিয়োগ ঘটিলে তাঁহারা হাসেন। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবযাদার এন্তেকাল হইলে তিনি কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন :

اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ *

'হে ইব্‌রাহীম ! আমরা তোমার বিচ্ছেদে নিশ্চয় দুঃখিত।' এখানে কেহ ইহাও বলিতে পারে না যে, সম্ভবতঃ হুযুর (দঃ) চিন্তার আধিক্য বশতঃ এইরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। কেননা, হুযুর (দঃ) নিজেও এমতাবস্থায় অর্থাৎ, বিপদকালে দুঃখ-চিন্তা আদৌ না হওয়াকে ইহা অপেক্ষা ভাল মনে করিতেন। যেমন, হাদীস শরীফে ইহার বিপরীত উল্লেখ রহিয়াছে যে, হুযুরের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর ! দুঃখের সময় আমাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, অথচ নিজে কাঁদিতেছেন ? তিনি বলিলেন : 'ইহা রহ্‌মত'। আল্লাহ্ তা'আলা মুমেন লোকের অন্তরে এই রহ্‌মত রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই অবস্থা কোন নিম্ন স্তরের অবস্থা নহে। কেননা, হুযুর এই অবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। এমন শব্দে প্রশংসা করিয়াছেন যাহা হইতে উত্তমরূপে বুঝা যায় যে, উহার বিপরীত নিন্দনীয়। কেননা, ইহাকে রহ্‌মত বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রহ্‌মতের বিপরীত নিন্দনীয়। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম অবস্থা ইহাই। আর বিপদকালে হাসা ইহা অপেক্ষা নিম্ন স্তরের অবস্থা। আল্লাহ্‌র যেক্‌রে নিমজ্জিত লোকগণ হালের প্রাবল্য ঘটিলে এরূপ করিয়া থাকেন।

॥ জোশ্ এবং হুশ্ ॥

মধ্যম স্তরেই তরীকতপন্থীদের হালের প্রাবল্য হইয়া থাকে। শেষ পর্যায়ে উপনীত তরীকতপন্থীদের মধ্যে হালের প্রাবল্য হয় না। ইহাদের মধ্যে এক জনের হুশ বহাল আছে, অপর জন জোশে মস্ত। মধ্যম স্তরের সালেক ও শেষ পর্যায়ে উপনীত সালেকের দৃষ্টান্ত—পাকের পাতিলের মত মনে করুন। প্রথম অবস্থায় যখন উহাতে উত্তাপ

www.BANGLAKITAB.com

দেওয়া হয়, তখন উহা হইতে কেমন জোশ উঠিতে দেখা যায়। কিন্তু শেষ অবস্থায় সেই জোশ থাকে না। প্রথম অবস্থায় জোশ দেখিয়া কেহ বলিতে পারে উত্তাপের ক্রিয়া কবুল করার যোগ্যতা ইহার মধ্যে অধিক এবং শেষ অবস্থায় উক্ত ক্রিয়া গ্রহণের ক্ষমতা থাকে নাই, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। উত্তাপের ক্রিয়া শেষ অবস্থায়ই অধিক হয়। কেননা, কর্তা দীর্ঘ সময় ধরিয়া উহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ক্রিয়া গ্রহণকারীর মধ্যেও প্রথম অবস্থায় ক্রিয়া গ্রহণ করার প্রতিবন্ধকও যাহাকিছু ছিল দীর্ঘ সময় যাবৎ ক্রিয়া কবুল করিতে করিতে এখন সেই প্রতিবন্ধকও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রতিবন্ধক ছিল পানি। উত্তাপ গ্রহণপূর্বক পরিপক্ক হইতে হইতে এখন পানির মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। এদিকে উত্তাপ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ওদিকে কর্তার ক্রিয়াশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং ক্রিয়াও এখন অবশ্যই অধিক হইবে। ইহার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা চোখের দেখা ব্যাপার এবং সর্ববাদী সম্মত। ইহা যেন খোলা কথা, কিন্তু এখন জোশ নাই; বরং এখন অবস্থা এই যে, অগ্নির উত্তাপে পানি হ্রাস পাইয়া সমস্ত উত্তাপ হাড়ির মধ্যস্থিত বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় লাগিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি পাতিল চুলার উপর হইতে নামান না হয়, তবে উহার মধ্যস্থিত সবকিছুই জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যাইবে, আর বলক উঠিবে না। শেষ পর্যায়ে উপনীত লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ। এখন তাঁহার মধ্যে জোশ অর্থাৎ ভাব চাঞ্চল্য মোটেই নাই। এমনকি, তাঁহার সম্বন্ধে যাহারা কিছুই জানে না তাহারা বলে, এই ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া এমন ধীর গম্ভীর হইয়াছেন যে, অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ক্রিয়াশীলতায় জ্বলিয়া যায়। তাঁহার কথায় অপরের হৃদয়ে আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু বাহ্যত তিনি খুবই ঠাণ্ডা, তাঁহার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ সম্বন্ধে কাহারও খবর নাই।

যেমন, কোন কোন ঔষধ আছে! দেখিতে কিংবা স্পর্শ করিতে তাহাতে কিছুমাত্র উত্তাপ নাই, কিন্তু খাওয়ামাত্র উহার ক্রিয়া শরীরে এত অধিক উত্তাপ আরম্ভ হয় যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না; বরং কোন ঔষধ এমনও আছে যাহা স্পর্শ করিলে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়। এমন কি, উহার পরশে অপর পদার্থের মধ্যেও শীতলতা উৎপন্ন হয়। অথচ উহা সেবন করামাত্র শরীরে অসাধারণ উত্তাপ আরম্ভ হয়।

কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের অবস্থা এরূপ হয় যে, সকলে তাঁহাকে চিনিতেও পারে না, তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহার মধ্যে কোন জ্বলন বা উত্তাপ অনুভূত হওয়ার পরিবর্তে উহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বরফে হাত দিলে উত্তাপ অনুভূত হওয়ার পরিবর্তে ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়া থাকে। উহার প্রকৃত ক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য শর্ত এই যে, উহাকে পান করা হউক। এইরূপে উক্ত

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ওয়ালা লোকের অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য শর্ত হইল, তাঁহার সহযোগীতায় কিছুকাল বাস করা এবং জনসমাজে ও নির্জনে তাঁহার সহিত মেলামেশার অভ্যাস করিয়া লওয়া। আজকাল ইহাও এক পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে যে, একবারের সাক্ষাতেই ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে। বন্ধুগণ! ইহারা যে, এমন লোক যদি গুপ্ত থাকিতে চাহেন, তবে কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের অবস্থার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার এই অর্থ নহে যে, একবারের সাক্ষাতে কোন ফলই হয় না; বরং অর্থ এই যে, যদি একবারের সাক্ষাতে ফল না পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ যেন কোন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন। সম্ভবত তাঁহাকে অনুভব করিবার কোন প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। যেমন, ক্রিয়া গ্রহণকারীর মধ্যে যোগ্যতার অভাব কিংবা স্বয়ং কর্তা নিজেকে নিজে গোপন রাখিতে মনস্থ করিয়া ক্রিয়া প্রদান করেন নাই।

ফলকথা, শেষ পর্যায়ের লোকের মধ্যে জোশ বা ভাব-চাঞ্চল্য হওয়া তো দুরের কথা—কোন কোন সময় বরং জোশের বিপরীত নিস্তেজতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বরফের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে উত্তাপ রহিয়াছে। কিন্তু বাহিরে ঠাণ্ডাই অনুভূত হয়। যদি বিপরীত অনুভব নাও হয়, তবে এতটুকু অবশ্য হয় যে, জোশ হয় না এবং পরিপক্ক তরকারীর পাতিলের মত হয়। অর্থাৎ, টগ্‌বগ করিয়া ফুটে না। কিন্তু কামালিয়ত যাহাকিছু হাছিল হওয়ার ছিল, সবকিছুই হাছিল হইয়াছে। কোন অবস্থাই আর বাকী নাই। আর মধ্যম স্তরের 'সালেক' অর্ধপক্ক তরকারীর পাতিলের ন্যায় টগ্‌বগ করে এবং উহার ফুটন থামে না। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে যে, ইহা উপকার লাভের যোগ্য নহে। এখন পর্যন্ত কাঁচা গোশ্‌তের গন্ধও দুর হয় নাই। এখনও অনেক কিছু উলটপালট হইবে। ভাজা হইবে, ঝোল দেওয়া হইবে, পাক করা হইবে, অতঃপর কাহারও সম্মুখে রাখার উপযুক্ত হইবে।

সারকথা এই যে, মধ্যম স্তরের লোকের মধ্যেই হালের প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। শেষ পর্যায়ের লোকের মধ্যে নহে। অতএব, বিপদকালে স্বভাবতঃ আনন্দ বা খুশী হওয়া এবং হাসা মধ্যম স্তরের লোকের মধ্যেই হইবে। আর শেষ পর্যায়ের লোক দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানতঃ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, রেযার মোকামের জন্য স্বভাবতঃ খুশী হওয়া শর্ত নহে। তবে জ্ঞানতঃ খুশী থাকা চাই। অর্থাৎ, মানুষ অন্তর হইতে যেন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যে কাজই হউক না কেন—উহা যথার্থ মঙ্গল এবং উহাই হওয়া সঙ্গত। উহাতে স্বভাবত দুঃখ-কষ্ট হইলেও এবং উহার অবসান চাহিলেও ইহাতে অন্তর সঙ্কীর্ণ হওয়া উচিত নহে।

॥ বেহেশ্‌তের চেয়ে বড় নেয়ামত ॥

এই বর্ণনা হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন যে, দুঃখ-কষ্ট এবং 'রেযা' এক স্থানে একত্রিত হইতে পারে। অতএব, এই 'রেয়া'কেই কেহ কেহ সর্বশেষ আ'মল বলিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

ইহা সর্বশেষ মোকাম হওয়ার কারণেই সমস্ত বেহেশ্‌তের বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন : وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ "অর্থাৎ, বেহেশ্‌ত আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাগণের জন্য তো বটেই ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দী অর্থাৎ সন্তোষ বেহেশ্‌তের চেয়েও বড় নেয়ামত, তাহাও তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।" ইহার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্‌তীরা যখন বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবেন এবং তথাকার নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করিবেন, এমন কি তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার 'দীদার' ও লাভ করিবেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে যে শুভ-সংবাদ প্রদান করা হইবে ; "আরও একটি নেয়ামত তোমাদিগকে প্রদান করা হইতেছে। তাহা এই, অদ্য হইতে কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না" ইহা এমন নেয়ামত হইবে যে, ইহাতেই যাবতীয় নেয়ামত এবং সুখ-শান্তির পরিপূর্ণতা সাধিত হইবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের সম্ভাবনা থাকিলে সমস্ত নেয়ামতই মাটি। কেননা, সর্বক্ষণ এরূপ আশঙ্কা থাকে,—এমন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া এই নেয়ামত কাড়িয়া লন।'

ইহা ঠিক এইরূপ যেমন—কাহারও সম্মুখে পোলাও কোরমা এবং দুনিয়ার সমস্ত বাছা বাছা নেয়ামত রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, "আমার ইচ্ছা হইলে যে কোন সময় এই সমস্ত নেয়ামত তোমার সম্মুখ হইতে উঠাইয়া লইব।" এমতাবস্থায় উক্ত লোকটি সেই নেয়ামতগুলি কি ছাই মাটি উপভোগ করিতে পারিবে ? সে তো উহার একটু স্বাদও আস্বাদন করিবে না।

আপনারা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন—ফাঁসীর উপযোগী ব্যক্তিকে যখন ফাঁসীর জন্য দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : "তোমার কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় কি ? তখন সে যাহা কামনা করে—তাহাকে তাহা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহার হাত কাঁপিতে থাকে, খাদ্য-দ্রব্য মুখে দিলেও গিলিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে জানে এই বস্তুটি আমাকে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এখনই কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই চিন্তা সমস্ত স্বাদ নষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহার নিকট মাটি ও মিষ্টি উভয়ই সমান।

এইরূপে বেহেশ্‌তে যদি এই আশঙ্কা থাকিত যে, হয়ত কোন সময় এই সমস্ত নেয়ামত কাড়িয়া নেওয়া যাইতে পারে, তবে বেহেশ্‌তী কোন নেয়ামতেরই স্বাদ উপভোগ করিতে পারিত না ; বরং উক্ত নেয়ামত তাহার জন্য কঠিন কষ্ট হইয়া দাঁড়াইত। কেননা, নেয়ামত যত বড় হয়—উহা কাড়িয়া লওয়া হইলে ততোধিক কঠিন কষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে কোন সাধারণ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে খুবই কষ্ট হয়। অতএব, বেহেশ্‌তীদের নেয়ামত কাড়িয়া লওয়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহাদের এত কষ্ট হইত যে, দুনিয়ার কোন কষ্টই উহার সমকক্ষ নহে। কাজেই যদি বেহেশতীরা

www.BANGLAKITAB.com

এই শুভ-সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে, এখন হইতে আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না, তবে এই শুভ-সংবাদ তাঁহাদের প্রত্যেক নেয়ামতের পরিপূর্ণকারী হইবে। অন্যথায় এই শুভ-সংবাদের অভাবে সমস্ত নেয়ামতই অসম্পূর্ণ ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষকে أَكْبَر। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত বলা হইয়াছে।

কাজেই 'রেযা'র মোকামকে সর্বশেষ মোকাম বলা ঠিক হইয়াছে। আর যদি দুনিয়াতেও এই মোকাম লাভ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে—যেমন ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনগণ পার্থিব জীবনেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের শুভ সংবাদ পাইয়াছিলেন : رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ। "আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু দুনিয়াতে উহা লাভ করা সন্দেহ ও ধারণার পর্যায়ে রহিয়াছে এবং আখেরাতে উহা লাভ করা সুনিশ্চিত। কেননা, ইহলোকে কেহ কুতুব হইয়া গেলেও কোন দোষত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার রেযা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

॥ মজলিসের আদব রক্ষা না করার অপরাধ ॥

দোষ-ত্রুটি বলিতে শুধু যেনা এবং চুরি উদ্দেশ্য নহে। খাছ লোকদের জন্য কেবল এসমস্ত গুনাহ্র কাজই অপরাধ নহে; বরং অতি সামান্য উক্তিও তাহাদের জন্য অপরাধ হইয়া যায়। ইহাতে মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র যাহাতে অপরাধমূলক কার্যগুলিও অন্যরূপ এবং এবাদতও অন্যরূপ। যেমন কোন কোন জাহেল কল্পনা করে যে, বুযুর্গী লাভ করিতে পারিলে মানুষের উপর হইতে এবাদতের দায়িত্ব হ্রাস পায়। পীর ছাহেব নামায পড়েন না। মুরিদগণ বলে, "হুযুর 'ফানা' হইয়া গিয়াছেন, "বিন্দু" সাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিছুমাত্রও ব্যবধান নাই। এখন নামায পড়িলে তো নিজের নামাযই পড়া হইবে। গুনাহও তাঁহাদের কম হইয়া থাকে। এমন কি, তাঁহার সহিত মেয়েদের পর্দা করারও প্রয়োজন হয় না। অনেক পীরকে দেখা যায়, মুরিদদের গৃহে দ্বিধাহীন ভাবে বসবাস করেন। (ফল এই দাঁড়ায় যে, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইয়া যায়।)

এসমস্ত কথা নিতান্ত বাজে। শরীয়ত সকলের জন্যই সমান, যে পর্যন্ত জীবন আছে, জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, সে পর্যন্ত কোন এবাদতের দায়িত্ব হইতেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। কোন গুনাহ্র কাজও জায়েয হইতে পারে না। অতএব, কাহারও জন্য কোন স্বতন্ত্র শরীয়ত নাই। তবে সামান্য সামান্য ব্যাপারে অপরাধ হওয়ার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সেই অপরাধ আইনগত নহে। উহা মজলিসের আদব রক্ষা না করার অপরাধ, আপনি যদি কোন বড় অফিসারের সম্মুখে যান, তবে আপনি কি

www.BANGLAKITAB.com

সেখানে কেবল আইনগত অপরাধের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন ? যদি আপনি ডাকাতি কিংবা চুরির অপরাধে অপরাধী না হন, তবে কি আপনি তাঁহার সম্মুখে দর্প ও গর্বের সহিত নিঃসঙ্কোচে চলা-ফেরা করিবেন ? আপনি এরূপ ভাব প্রকাশ করিলে আপনার আচরণের প্রতি প্রশ্ন উঠিবে না ? প্রশ্ন উঠিলে কি আপনি বলিতে পারিবেন যে, "আমি তো আইনগত কোন অপরাধ করি নাই" ? দুনিয়ার হাকিমের সম্মুখে তো আপনাদের এরূপ অবস্থা ! যাহা সকলেই অবগত আছে যে, একটু চক্ষু উঠাইয়া পর্যন্ত দৃষ্টি করেন না। কথা বলিতে রসনা আপনাদের সাহায্য করে না। হাটিতে পা কাঁপিয়া যায়। অথচ দুনিয়ার হাকিমের অস্তিত্বই কি ? আল্লাহ্ পাকের মহিমা ও মাহাত্ম্য যদি দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, তবে খোদাই জানেন, আপনাদের কি অবস্থা হইবে ? সম্ভবতঃ নিশ্বাস গ্রহণ করিতেও মনে করিবেন যে, অপরাধ হইয়া গেল। আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে মজলিসের আদবও রক্ষা করিতে হয় এবং সামান্য অসমতার দরুন তাঁহাদিগকে পাকড়াও করা হয়, যদিও শরীয়তের আইন অনুসারে তাহা অপরাধ নহে।

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা। বৃষ্টি বর্ষিলে তিনি বলিলেন : "আজ কেমন উপযোগী সময়ে বৃষ্টি বর্ষিয়াছে।" তৎক্ষণাৎ এল্‌হাম যোগে তাঁহাকে বলা হইল : "হে বে-আদব ! কোন্ দিন অনুপযোগী সময়ে বৃষ্টি হইয়াছিল ?" এতটুকুতেই তিনি বেহুশ হইয়া পড়িলেন। করিয়াছিলেন 'শোকর', হইয়া গেল 'বেআদবী'। আর তলব করা হইল কৈফিয়ত।

ইহা তাহাদের অপরাধ। আর আমাদের জন্য এই শব্দটি শোকরব্যঞ্জক, কাজেই সওয়াবের কারণ। দেখুন, শুধু 'আজ' শব্দটির জন্য তিরস্কার করা হইল।

কোন বুযুর্গ লোকের সময়ে জঙ্গলে বৃষ্টি বর্ষিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, এই বৃষ্টি বস্তীর মধ্যে বর্ষিলে কতই না ভাল হইত ! শুধু এতটুকু উক্তির জন্য তাঁহাকে বুযুর্গীর স্তর হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি তাহা টেরও পাইলেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ঘটনা বা ব্যাপার সম্বন্ধে ওলিগণের টের পাওয়া বা অবগত হওয়া জরূরী নহে। জানি না, মানুষ ওলীদিগকে কি মনে করে। যদিও ওলীরা অধিকাংশ সময়েই নিজের সম্বন্ধে সবকিছু জানিতে পারেন ; কোন কোন সময়ে হয়ত পারেনও না। যেমন আলোচ্য ঘটনার বুযুর্গ লোক নিজের অবনতি সম্বন্ধে টের পান নাই। অন্য একজন বুযুর্গ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে অপর একজন লোকের নিকট বলিয়া গেলেন যে, অমুক উক্তির কারণে এই বুযুর্গ লোকের উপর আল্লাহ্‌তা'আলা অসন্তুষ্ট। সেই লোকটি বলিল : আপনি তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন না কেন ?' তিনি বলিলেন : 'আমার লজ্জা হইল।'

www.BANGLAKITAB.com

মনে করিলাম, প্রকাশ করিলে তিনি মনে দুঃখ পাইবেন, সে উক্ত বুযুর্গকে ইহা জানাইয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিল, তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন এবং লোকটি তাহা উক্ত বুযুর্গ লোককে জানাইয়া দিল। ইহা অবগত হইয়া তিনি খুব মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন : "ইহার প্রতিকারের জন্য আমার সাহায্য করুন।" প্রতিকারের উপায় এইরূপে করিয়াছিলেন যে, তাহাকে বলিলেন, দড়ি বাঁধিয়া আমাকে হেঁচ্‌ড়াও। ফলতঃ তাহাই করা হইল। "আল্লাহু আক্‌বার" যুগের এক শ্রেষ্ঠ পীরের এই অবস্থা।

این چنین شیخ گدائے کو بکو "এই শ্রেণীর পীর অলিগলির ফকির।" আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের উপর এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মানুষ তাছাওউফকে নানীর বাড়ী মনে করিয়া থাকে। এই হইলেন ছুফী। ছুফীদের এরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ হইয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও। তখন তাছাওউফের নাম মুখে আনিও। শুধু কাপড় রঙ্গাইয়া লওয়ার নাম তাছাওউফ নহে। কোন দুনিয়াদার এই বুযুর্গ লোকের অবস্থা দেখিলে ইহাই তো বলিত যে, এই ব্যক্তির মাথা বিকৃত হইয়াছে। এই মাত্র সুস্থ ও শান্ত অবস্থায় বসা ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ পীর, খানকায় থাকিয়া সম্মান পাইতেছিলেন, এই কি পাগলামি? দড়ি বাঁধিয়া হেঁচ্‌ড়ান হইতেছে। উত্তরে ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে :

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست + حال شیر اںے کہ شمشیر بلا برسر خورند

"ওহে, তোমার পায়ে একটি কাঁটাও বিধে নাই, তুমি কেমন করিয়া জানিবে যে, ঐ সমস্ত বাঘতুল্য সাহসীর অবস্থা কিরূপ যাঁহারা মাথায় বিপদরূপ তরবারির আঘাত খাইতেছেন?" তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, খোদা তা'আলা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে জানিয়া তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছে। ইহার মোকাবেলায় প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়াও কিছুই নহে। দুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিলে কি হইবে। তিনিই দুনিয়াদারকে পাগল মনে করেন। গায়েব হইতে আওয়ায আসিল—ব্যস্, আর কখনও এমন বেআদবী করিও না। তৎক্ষণাৎ সেই লোকটি তাঁহার পায়ের রশি খুলিয়া দিল। মোটকথা, দুনিয়াতে থাকিতে থাকিতে কদাচিৎ অপরাধ করিয়া ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তাঁহাদের অপরাধও সাধারণ লোকের চেয়ে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। অতএব, অপরাধ তাঁহাদের অনেকেই হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর অপরাধ করিলে খোদার সন্তোষ হারাইতে হয়। কাজেই দুনিয়াতে কে শান্তি ও নিশ্চিন্ততার সহিত বাস করিতে পারে? যে পর্যন্ত এসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া যায়, সে পর্যন্ত সমস্ত কাজই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে নানা প্রকারের আশঙ্কা লাগিয়া থাকে। এই আশংকা অবশ্যই বেহেশ্‌তে থাকিবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, জান্নাতবাসীরা নাফরমানী করিলেও তাহাদিগ হইতে আল্লাহ্‌র সন্তোষ রহিত করা হইবে না; বরং রহস্য এই যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার পরে, আল্লাহ্ তাআলা অসন্তুষ্ট হন,

www.BANGLAKITAB.com

এমন কোন কাজই তাঁহাদের দ্বারা হইবে না। ফলকথা, 'রেযা' একটি মহান সম্পদ। ইহা যাবতীয় মোকামের পরিপুরক এই কারণেই উহাকে (রেযাকে) সর্বশেষ মোকাম বলা হইয়াছে।

॥ ফানার অর্থ ॥

কেহ কেহ 'ফানা'কে সর্বশেষ মোকাম বলিয়াছেন। 'ফানার' অর্থ মৃত্যু নহে। কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে, হত্যা করিয়া লও তাহা হইলেব্যস সমস্ত মোকাম অতিক্রম হইয়া যাইবে। মৃত্যু হইল জীবনের শেষ সীমা, তরীকতের শেষ মোকাম নহে। 'ফানা' শব্দের অর্থ—গুনাহের কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ উৎপাদক কার্যাবলী সম্বন্ধীয় নাফ্সের খাহেশ নির্মূলভাবে খতম হইয়া যাওয়া। নাফ্সের খাহেশ যে পর্যন্ত শেষ না হইবে, সে পর্যন্ত সে বেহুদা কাজে, কু প্রবৃত্তিজনিত কাজে এবং স্বার্থপরতায় লিপ্ত হইয়া যায়। নাফ্সের এসমস্ত খাহেশ লোপ পাওয়ার নামই 'ফানা'.। আর خواهش অর্থাৎ, খাহেশ্ শব্দটি এই জন্য বলিলাম যে, নাফরমানী-মুলক কাজের প্রতি নাফ্সের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাওয়া জরুরী নহে। অবশ্য তৎপ্রতি নাফ্সের খাহেশ বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক এবং মুজাহাদা ও সাধনার দ্বারা তাহা হাছিল হইতে পারে। মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টার ফলে নাফ্স্ এমন বশীভুত হইয়া পড়ে যেমন সভ্য ঘোড়া বশে আসিয়া যায় এবং আরোহীর অনুগত হইয়া যায়, অথচ উহার শক্তি এবং গতি সবকিছুই ঠিক থাকে। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই হয় যে, পুর্বে উহার গতি ও দৌড় নিজের খাহেশ অনুযায়ী ছিল, এখন আরোহীর ইচ্ছানুরূপ হইয়া গিয়াছে।

সারকথা এই যে, নাফ্সে আম্মারাই কালক্রমে নাফ্সে মুত্মাইন্নায় পরিণত হয়। নাফ্সে মুত্মাইন্নাহ্ অন্য কোন পদার্থ নহে। এই নাফ্সেরই এক অবস্থা 'আম্মারাহ্'। এই অবস্থা লোপ পাইয়া আর এক অবস্থার উৎপত্তি হয়। ইহাকেই 'মুত্মাইন্নাহ্' বলে। মুত্মাইন্নার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এমন নহে যে, গুনাহের কাজ করার খাহেশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কেননা, মুল গুণ তো উহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু মুত্মাইন্নাহ্ হইলে অবস্থা এরূপ হয় যে, যদিও কোন সময় গুনাহের কাজের খাহেশ হয় কিন্তু উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কঠিন হয় না। যেমন, শিক্ষিত ও সভ্য ঘোড়া। এখনও সময় সময় দুষ্টামি করিতে চায়; কিন্তু শিক্ষার ক্রিয়া এই হয় যে, আরোহীর পক্ষে উহাকে বশ মানাইতে বেগ পাইতে হয় না। যেরূপ অশিক্ষিত ও অসভ্য ঘোড়াকে বশ করিতে বেগ পাইতে হয়। নাফ্স্ মুত্মাইন্নাহ্ হইলে মানুষ এই ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। যেমন, প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা খুবই কঠিন, যদিও

www.BANGLAKITAB.com

অসম্ভব এবং সাধ্যাতীত নহে। অন্যথায় ইহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ অসম্ভব ও অসাধ্য সাধনের পর্যায়ভুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য, সর্বদা মাথা নীচু করিয়াও রাখা যাইতে পারিত কিন্তু উহাতে অস্থিরতা অত্যধিক হইত এবং প্রায় সাধ্যের অতীত ছিল। আর মুজাহাদার পর এই অবস্থা হয় যে, এইরূপ আকর্ষণও পূর্বের মত থাকে না। অর্থাৎ সর্বদা লাগিয়া নাই। কোন কোন সময় হয় বটে; কিন্তু নিবৃত্ত করিলে পূর্বের ন্যায় তত কষ্ট হয় না। নিবৃত্ত করিতে চাহিলে সহজেই সফলকাম হওয়া যায়। পূর্বে দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা করিলে অনেক সময় কৃতকার্যও হইতে পারিত না। কৃতকার্য হইতে পারিলেও অত্যধিক কষ্ট হইত। অবশ্য সে কষ্টও কু-দৃষ্টি জনিত কষ্ট অপেক্ষা লঘু ছিল। কু-দৃষ্টি বড় সাংঘাতিক বস্তু। স্বয়ং কু-দৃষ্টিকারীরা স্বীকার করিয়াছে: بحيرتم كه عجب تير بكمان زدهٔ "আমি বিস্মিত, ধনুক ব্যতীত বিচিত্র তীর নিক্ষেপ করিয়াছ।"

কু-দৃষ্টি বাস্তবিকই এমন বস্তু যাহার ক্রিয়া তীরের চেয়েও অধিক, যদিও দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখাতে কষ্ট অবশ্যই হয়, কিন্তু এই কষ্ট ক্ষণেকের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ডাইনী এবং তাহার সাজসজ্জা ও বেশ-ভূষা চোখের সম্মুখে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া বাস্তবিকই গুর্দাওয়ালা লোকের কাজ। কিন্তু একবার বলপ্রয়োগে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়া গেল। আর যদি নাফ্‌সের ধোকায় পড়িয়া গেল এবং দৃঢ়তার সহিত কাজ না করিয়া একবার দেখিয়া লইল, তবেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। ভাল হউক মন্দ হউক নাফ্‌সের উপভোগ কিছুক্ষণের জন্য অবশ্যই হাছিল হইয়াছে। কিন্তু এমন আগুন লাগিয়াছে যাহা সারা জীবনেও নিভিতে পারে না। ইহা শুধু চর্ম এবং মাংসকেই দগ্ধ করিবে না; বরং কাপড় এবং ঘরকেও পুড়িয়া ছারখার করিয়া দিবে। আর এখন তো শুধু দৃষ্টির গুনাহ হইয়াছে, কিন্তু ইহা আসল গুনাহের কাজে না পৌঁছাইয়া এদিকে ক্ষান্ত হয় না এবং ইহা এক গুনাহ্ নহে, বহু গুনাহের বীজ। কু-দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করিয়া এই ক্রিয়া রহিয়াছে যে, একবার করিয়া কখনও নিবৃত্ত হয় না; বরং ইহার প্রত্যেকটি বার আর একবারের জন্য আগ্রহ প্রদানকারী হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া অন্য কোন পাপের মধ্যে নাই। কু-দৃষ্টি-কারীর মনে কখনও শান্তি আসে না। এখন দেখুন, কু-দৃষ্টি করার মধ্যেই কষ্ট অধিক, না একবার দৃঢ়তার সহিত দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার মধ্যেই অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার এই সামান্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই অশেষ কষ্ট খরিদ করিয়া লয়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার মধ্যে সামান্য কষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তৎপর উহা শান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারিয়াছে সে ব্যক্তিই তাহা জানে।

www.BANGLAKITAB.com

যদি এই কথাটুকু মনের মধ্যে খেয়াল রাখে, তবে কু-দৃষ্টির পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ফলকথা, কু-দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে যে কষ্ট হইয়া থাকে, মুজাহাদার ফলে নাফ্‌সের মধ্যে এমন অবস্থা উৎপন্ন হয় যে, পুনরায় মনকে নিবৃত্ত করা কঠিন হয় না এবং চেষ্টার পূর্বে যে কষ্ট হইত এখন আর তদ্রূপ কষ্ট হয় না। ব্যস্, ইহারই নাম 'ফানা' অর্থাৎ নাফ্‌সের কু-প্রবৃত্তির অবসান ঘটাইয়া দেওয়া। এমন কখনও সম্ভব হয় না যে, নাফ্‌সের মধ্যে পাপ কার্যের প্রতি আকর্ষণ শক্তিই থাকে না এবং পাপ কার্যের স্বাদই তিরোহিত হইয়া যায়।

॥ সবকিছুই তিনি ॥

হাঁ, প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন সময় অবস্থার উত্তেজনায় ও প্রাবল্যে এরূপ অবস্থা হয় যে, গুনাহের কাজের প্রতি মূলেই কোন আকর্ষণ হয় না, কিন্তু অবস্থা যেহেতু দীর্ঘ-স্থায়ী নহে, কাজেই এরূপ অবস্থা কিছুক্ষণ পরেই দূর হইয়া যায়। অতঃপর সমতার সহিত এক দৃঢ় অবস্থা উৎপন্ন হইয়া গুনাহের কাজের প্রতিবন্ধক হয়। উহাকে গুনাহের খাহেশ না থাকা বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে, কিন্তু তরীকত পন্থী অজ্ঞতা বশতঃ ইহার প্রাথমিক অবস্থাকে দ্বিতীয় অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত পূর্ণ মনে করিয়া ধারণা করে যে, আমার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, আমার অবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সে ধোকায় পতিত হইয়া পীরের নিকট অভিযোগ করে যে, আমার মধ্যে পূর্বের মত আ'মলের জোশ নাই। মনে হয়, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমার সম্পর্ক হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহা তরীকত পন্থীর জন্য এমন একটি অবস্থা যাহার জন্য সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া যায়।

অতএব, ইহার প্রকৃত তথ্য এই যে, সম্পর্ক হ্রাস পায় নাই। তবে দৃঢ় অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার ফলে যাবতীয় আ'মল তাহার দ্বারা সমতা ও সহজ ভাবে সম্পন্ন হইতে আরম্ভ করে। সেই জোশের ন্যূনতা হেতু সে মনে করে যে, মহব্বত হ্রাস পাইয়াছে এবং এটুকু বুঝে না যে, জোশ বা উত্তেজনা সর্বদার জন্য থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এরূপ অবস্থা মন্দ নহে।

কোন একজন বুযুর্গ লোক এই অবস্থার ব্যাখ্যা খুব ভালরূপে করিয়াছেন। এই বুযুর্গ লোক মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী। কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ জানাইল যে, "আজকাল আমি যেক্‌র ফেক্‌রে পূর্বের ন্যায় জোশ ও উৎসাহ পাইতেছি না।" তিনি বলিলেন : বিবী পুরাতন হইলে মা হইয়া যায়। দেখুন, কথাটি নিতান্ত সাধারণ লোকের কথার ন্যায় বটে; কিন্তু আসল তথ্য ইহা দ্বারা পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথম অবস্থায় বিবীর প্রতি যে মাদকতা ও উত্তেজনা ছিল, পুরাতন হওয়ার পর তাহা থাকে না। ইহাতে বলা যায় না

www.BANGLAKITAB.com

যে, বিবীর প্রতি মহব্বত কমিয়া গিয়াছে ; মহব্বত তো এখন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পূর্বের মত জোশ নাই।

মহব্বতের অবস্থা তো এইরূপ হয় যে, জনৈক আমীর লোকের বিবীর মৃত্যু হইল। লোকটি সমাজের প্রধান ছিল, হাকিম এবং অফিসার মহলেও তাঁহার খুব সম্মান ছিল। তাঁহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কালেক্টর সাহেব আসিলেন এবং যথোপযোগী ভাষায় বলিলেন : "আপনার বিবীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।" তখন আমীর লোকটি বলিলেন : "সাহেব, সে আমার স্ত্রী ছিল না, সে আমার মা ছিল। আমাকে রুটি পাকাইয়া খাওয়াইত।" কালেক্টর সাহেব হাসিতে লাগিলেন। অতএব, দেখুন, যদিও মা ছিল না কিন্তু মায়ের ন্যায় কেমন প্রিয় ছিল। তরীকতের পথেও এইরূপই অবস্থা। প্রথমতঃ, আগ্রহ এবং উৎসাহের খুবই আতিশয্য থাকে। তদবস্থায় কোন বস্তুই ভাল লাগে না। ধন-দৌলতও ভাল লাগে না, বিবী-বাচ্চাও ভাল লাগে না, গুনাহের কাজের প্রতি আদৌ আকর্ষণ হয় না। ইহা যেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থা। কিছুদিন পরে সেই জোশ ঠাণ্ডা ও শান্ত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ঠিক হইয়া যায়। এখন পূর্ণরূপে মানবতা প্রাপ্ত হয়, যাহাকিছু ভাল উহা ভাল বোধ হয়। কিন্তু অবস্থা তখন এইরূপ হয় যে, ভাল জিনিষকে ভাল বলিয়া তো বোধ করে কিন্তু পাপ কাজের ইচ্ছা তখন হইতে পারে না। কেহ সামনে পড়িলে মাথা নীচু করিয়া লয়। তখন তাহার পুর্বেকার অবস্থা স্মরণ করা উচিত। এক সময় এমন ছিল যে, দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়াকে কষ্টকর বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু এখন তাহা মুশ্‌কিল নহে। ইহা তাছাওউফ রূপ দৌলৎ হাছিল হওয়ার লক্ষণ এবং ধোকা হইতে মুক্তি লাভ। এই সম্পদের নামই 'ফানা'। এই ফানা বহুবিধ মোকামের মধ্যে একটি মোকাম বিশেষ, সর্বশেষ মোকাম নহে।

হালের বিভিন্ন স্তরের একটি স্তরকেও 'ফানা' নামে অভিহিত করা হয়। মোকামকে কেহ কেহ হাল বলিয়া ভ্রম করে, সে 'ফানা'কে হালের সহিতই খাছ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তদবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে না এবং অপরের প্রতি তাহার লক্ষও থাকে না। সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল খোদাই খোদা দেখিতে পায়। এ সময় তাঁহার উপর এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধ্যান প্রবল থাকে। এই অবস্থায়ই সে বলে, همه اوست অর্থাৎ, খোদাই সব কিছু," অর্থাৎ, দুনিয়াটা খোদাতেই পরিপূর্ণ। ইহাতে খোদা ছাড়া আর কোন পদার্থই নাই। এরূপ অর্থ নহে যে, "সমস্ত পদার্থই খোদা।" নাকালগণ এরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছে। খোদার অস্তিত্বে নিমগ্ন ব্যক্তির দৃষ্টি বা লক্ষ্য অপর কোন বস্তুর প্রতি তো থাকেই না। তবে এরূপ অর্থ কেমন করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পুনরায় "সমস্ত পদার্থই খোদা।" বহু লোক همه اوست শব্দের অনেক রকম বিকৃত অর্থ

www.BANGLAKITAB.com

গ্রহণ করিয়াছে, অথচ কথাটি খুবই সহজবোধ্য এবং আমাদের প্রচলিত কথা বার্তার মধ্যেও এই জাতীয় কথা বিদ্যমান আছে।

যেমন কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া ফরিয়াদ করিল, হুযুর! আমার প্রতি যুলুম করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন: এসম্বন্ধে পুলিশে রিপোর্ট কর, যথারীতি মোকদ্দমা দায়ের কর, কাহাকেও উকীল নিযুক্ত কর। তখন সে বলিল, হুযুর আপনি আমার পুলিশ, আপনিই আমার উকিল। তবে কি ইহার অর্থ এই যে, কালেক্টর সাহেব উকিলও অর্থাৎ, ওকালতি তাঁহার পেশা এবং তিনি পুলিশও অর্থাৎ, তিনি কনেষ্টবলও, কিংবা কোতোয়ালও? না, তাহা নহে; বরং তাহার উদ্দেশ্য এই যে, পুলিশ কিছুই নহে, উকিল কিছুই নহে, যাহাকিছু আছে সব আপনিই এবং ইহার এই অর্থও নহে যে, পুলিশ এবং উকিলের অস্তিত্বই দুনিয়াতে নাই; বরং তাহারা আছে। কিন্তু আপনার সম্মুখে তাহাদের অস্তিত্ব কোন অস্তিত্বই নহে বরং না থাকারই মত। অতএব, তাহাদের অস্তিত্ব যখন নাই, তবে কালেক্টর সাহেবের অস্তিত্বই অস্তিত্ব এবং পুলিশের ও উকিলের স্থানেও তিনিই আছেন। এই অর্থে তাঁহাকে همه اوست "তিনিই সব" বলা হয়। همه اوست-এর এই অর্থ একেবারে পরিষ্কার। মানুষ প্রকৃত তাছাওউফ না জানিয়া শুধু উক্তি নকল করিতে থাকে। কিন্তু হাল নকল করার বস্তু নহে। হালের প্রাবল্যের সময়ে এই মর্মেই 'জামি' বলিয়াছেন:

بسکه درجان نگار وچشم بیدارم توئی + هرکه پیدا می شود از دور پندارم توئی

"ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার আহত প্রাণে এবং জাগ্রত চক্ষুতে তুমিই বিরাজ করিতেছ। দুর হইতে যাহাকিছু দেখা যায়, আমি ধারণা করি তাহা তুমিই।"

মানুষ কাহারও প্রতি আশেক হইলে তাহার ধ্যান প্রত্যেক বস্তু হইতেই মা'শুকের দিকে ধাবিত হয়; বরং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সে মা'শুককেই দেখিতে পায়।

যেমন কেহ বলিয়াছে:

جب کوئی بولا صدا کانو نمیں آئی آپکی

"যে কেহ কথা বলুক আমার কানে আপনার কথার শব্দই আসিয়া থাকে।" জামী (রঃ) উপরোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলে, জনৈক আহ্‌মক, হালের প্রাবল্য সম্বন্ধে যাহার কোন ধারণা নাই; বরং সে ইহা বিশ্বাস করিত না—বলিয়া উঠিল, اگر خر پیدا شود অর্থাৎ, "যদি দুর হইতে গাধা দেখ?" মোল্লা জামী তৎক্ষণাৎ বলিলেন: پندارم توئی "আমি ধারণা করিব তাহা তুমিই।" আহ্‌মক লোকটি দাঁত ভাঙ্গা জবাব পাইয়া নীরব হইয়া গেল। ইহা মোল্লাজামীর কৌতুকতা বিশেষ।

মোটকথা, নাফ্‌সের খাহেশ বিলোপকারীর উপর এই 'ফানা' হালের স্তরেও আসিয়া পড়ে। এই 'ফানা' হাল এবং পূর্বোক্ত 'ফানা' মোকাম। মোকাম ইচ্ছাধীন

www.BANGLAKITAB.com

হাল ইচ্ছাধীন নহে। অতএব, 'ফানা' দুই স্তরে বিভক্ত 'মোকামী ফানা' আর 'হালী ফানা'।

॥ দাসত্বের মোকাম ॥

(ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ লোক সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়া মাওলানার সহিত মুছাফাহা করিতে হাত বাড়াইয়া দিল। মাওলানা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ইহা কোন্ সভ্যতা ? ওয়াযের মধ্যস্থলে মুছাফাহা করিতে চাও। সে বলিল, আমার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।" বলিলেন, যাইতে হয় যাও। যাওয়ার সময়ে মুছাফাহা করা এমন কি ফরয কাজ ? দুঃখের বিষয় রসম ও প্রথা মানুষের রুচি এত বিগড়াইয়া দিয়াছে যে, ওয়ায মধ্যস্থলে বন্ধ হইয়া যাওয়ার খেয়ালও করে না এবং মজলিসের লোকের কষ্ট হওয়ার প্রতিও খেয়াল করে না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া মুছাফাহা করিতে আসিয়াছে। যখন নামাযের জমাআতেই পাছের সারি হইতে লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া সম্মুখের সারিতে আসা জায়েয নহে, তখন মুছাফাহার জন্য ডিঙ্গাইয়া আসা কেমন করিয়া জায়েয হইবে ? সভ্যতা ইংরেজী শিক্ষার দ্বারাও আসে না এবং কেহ শিখাইলেও শিক্ষা পায় না। ইহা শুধু আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সংসর্গের মাধ্যমে হাছিল হইতে পারে। কেহ যদি সভ্যতার দাবীদার থাকে আহ্লুল্লাহর সংসর্গে পৌঁছিলে সংসর্গের আলোকে দেখিতে পাইবে যে, যাহাকে সে সভ্যতা বলিয়া মনে করিতেছে তাহা শুধু কৃত্রিম সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা আল্লাহ্ওয়ালা লোকের দরবারেই পাওয়া যায়। যাহা হউক, খোদা সেই বুড়ো লোকটির মঙ্গল করুন যাহার বদৌলতে তাহ্যীবের অর্থাৎ, সভ্যতার মাস্আলাও বর্ণিত হইয়া গেল। যদিও ওয়াযের মধ্যস্থলে ফাঁক পড়িল।)

কেহ কেহ আব্দিয়ৎ অর্থাৎ, দাসত্বকে সর্বশেষ মোকাম বলিয়াছে। ইহাকে 'বাকা'ও বলা হয়। ফানার পরে আর একটি অবস্থা উৎপন্ন হয় উহার নাম আব্দিয়ৎ বা দাসত্ব। ফানার মধ্যে হালের প্রাবল্য থাকে। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া সেই 'হাল' পরাভূত হইয়া যায়, স্থৈর্য আসিয়া পড়ে এবং একেবারে প্রাথমিক লোকের ন্যায় অবস্থা হইয়া যায়। ফানার মধ্যে যে হাল প্রবল থাকে উহা ছিল উন্নতির অবস্থা। আর ফানার পরে যে স্থৈর্য আসে তাহা অবনতির অবস্থা। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি, বুঝিয়া লউন। ইহাকে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় সংকীর্ণ। সুতরাং একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ইহা হইতে বিষয়টি ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, এক ব্যক্তি "শামসে বাযেগা" পর্যন্ত পৌঁছিল। ইহাতে সে শেষ সীমায় অধিষ্ঠিত হইল। এখন যদি সে প্রাথমিক স্তরের "মীযান" কিতাবটি কোন ছাত্রকে পড়াইতে বসে, তবে তাঁহার হাতে "মীযান" দেখিয়া

www.BANGLAKITAB.com

কেহ কি মনে করিতে পারে যে, এই লোকটি এবং সেই মীযান পাঠকারী ছাত্রটি সমান? কিংবা সেই লোকটির উভয় অবস্থাকে—অর্থাৎ, যে অবস্থায় সে সবে মাত্র মীযান পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যে অবস্থায় সে মীযান হাতে লইয়া পড়াইতে বসিয়াছে, সমান মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, এই ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রথমে তাহার হাতে 'মীযান' ছিল শিখিবার উদ্দেশ্যে। তখন ছিল তাহার ওরুজ বা উন্নতির অবস্থা। আর এখন মীযান হাতে লইয়াছে পড়াইবার উদ্দেশ্যে। ইহাকে নুযূল বা অবতরণ বলে।

অবতরণের অর্থ কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, উন্নতি হইতে এখন অবনতি ঘটিয়াছে। কেননা, ইহা সেই অবনতি যাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ما النهاية "শেষ কি?" উত্তরে বলা হইয়াছিল, العود الى البداية "প্রারম্ভের দিকে ফিরিয়া আসা"। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করা হইল শেষ পর্যায়ের অবস্থা কি? উত্তর হইল প্রারম্ভের দিকে ফিরিয়া আসা। ইহা বাহ্যিকরূপে অবনতিই বটে, কেননা, ইহাতে বাহ্যিক অবস্থা একেবারে প্রাথমিক অবস্থার মতই হইয়া যায়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, প্রথমে শূন্য ছিল আর এখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে নিজে ফয়েয হাছিল করিত, এখন তাহা হইতে অপরে ফয়েয প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থাকেই বলে "বাকা"।

॥ মাহ্‌বূবিয়ৎ বা প্রিয়তার মোকাম ॥

কেহ কেহ বলিয়াছেন, (স্পষ্ট ভাষায় দেখা যায় নাই, ইঙ্গিতাদি দ্বারা বুঝা যায়) যে, প্রিয়তা সর্বশেষ মোকাম। নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়া থাকেন।

وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِيْ يَبْطِشُ بِهِ *

"অর্থাৎ, আমার বান্দা নফল এবাদতের সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে মাহ্‌বূব করিয়া লই। যখন আমি তাহাকে প্রিয় করিয়া লই, তখন আমি হই তাহার কান যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি হই তাহার চক্ষু, যদ্দ্বারা সে দেখে এবং আমি হই তাহার হাত যদ্দ্বারা সে ধরে।" এই হাদীসের শব্দগুলি এবিষয়ে খুবই স্পষ্ট। কেননা, শেষ সীমাবোধক حتى রহিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করাকে শেষ সীমারূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায়, নৈকট্য লাভের শেষ সীমা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়া। এখন উক্ত উক্তির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়াই সর্বশেষ মোকাম।

www.BANGLAKITAB.com

ফল কথা, সর্বশেষ মোকাম সম্বন্ধে এতগুলি উক্তি রহিয়াছে—কেহ বলেন, 'রেযা' সর্বশেষ মোকাম, কেহ বলেন, 'ফানা,' কেহ বলেন, বান্দা হওয়া, কেহ বলেন, প্রিয় হওয়া শেষ মোকাম। এই বিভিন্ন উক্তিগুলির মধ্যে বিরোধ নাই ; বরং ইহাদের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, 'ফানা' ভিন্ন পূর্ণ 'রেযা' হইতে পারে না। অতঃপর ফানা ও রেযার পরে যেহেতু অবতরণ অর্থাৎ প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য, কাজেই এই প্রশান্ত অবস্থাকে 'বাক্কা'ই বলুন কিংবা 'আবদিয়াৎ' বা দাসত্ব বলুন উভয়েরই সারমর্ম এক। এমতাবস্থায় চরম নৈকট্য অবধারিত। আর চরম নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মোকামগুলির নাম যাহাই রাখুন সবগুলি একে অন্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। কিংবা এই বিভিন্ন উক্তিগুলির এইরূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, মোকামাতের মধ্যে সর্বশেষ মোকাম 'রেযা,' আর হালের মধ্যে সর্বশেষ হাল 'ফানা'। ইহা ওরুজ অর্থাৎ উন্নতির অবস্থা। আর নুযুল বা অবতরণের সর্বশেষ স্তর আব্‌দিয়াৎ। বাকী রহিল মাহ্‌বুবিয়াৎ। ইহাকে উন্নতির পর্যায়েও দাখিল করিতে পারেন কিংবা অবতরণের পর্যায়েও দাখিল করিতে পারেন। এইরূপে উক্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। ইহাই উক্তিগুলি সম্বন্ধীয় মীমাংসা।

এখন আমি সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষণটি বর্ণনা করিব যাহা সম্বন্ধে অদ্যকার ওয়াযের প্রথম ভাগে বলিয়াছিলাম যে, পরশু দিনের ওয়াযের উদ্দেশ্য যেমন ছিল একটি ভুল প্রকাশ করা, তদ্রূপ অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য একটি বিষয়ে অভিযোগ করা।

॥ অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য ॥

তাহা এই যে, ধর্মে-কর্মে পূর্ণতা লাভ করার পূর্বে তৃপ্তি কেন আসিয়া পড়ে ? এই পূর্ণতা লাভ বিষয়টির তথ্য বিশ্লেষণের জন্যই সর্বশেষ আমল নির্ণয় করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা যখন আমি বর্ণনা করিয়া দিয়াছি কাজেই এখন আমি সেই অভিযোগটি উল্লেখ করিতেছি। এতটুকু বর্ণনার ফলে হয়ত আপনারা সেই অভিযোগটি ভালরূপে বুঝিয়াও গিয়াছেন। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, যাহাকিছু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আ'মল কর এবং লাভ কর। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাবেই পুনরায় বলিয়া দিতেছি, অর্থাৎ যখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন সর্বশেষ মোকাম এই, তখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, আমাদের মধ্যে তাহা হাছিল হইয়াছে কি না এবং যে পর্যন্ত তাহা উৎপন্ন না হইবে সে পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকা উচিত। তৎপূর্বে তৃপ্ত হইয়া বসিয়া কেন থাকিব ?

কোন দিল্লীর যাত্রীকে দুই এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করিয়াই গমনে ক্ষান্ত দিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়াছেন কি ? এমন কি দিল্লী শহরের নিকটে পৌঁছিয়াও

www.BANGLAKITAB.com

শহরের বাহিরে কোন স্থানে থাকিয়া যাওয়াও পছন্দ করে না; বরং শহরে পৌঁছিয়াও তাহার সাধ্যানুযায়ী উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট স্থান বাছিয়া লইতে ত্রুটি করে না। ইহা অতিরঞ্জন নহে, যদি সাধ্য হয়, শাহী মহল ব্যতীত অন্য কোন গৃহ কিংবা হোটেলে যাইয়া বাস করিতেও চায় না। তবে ধর্ম-কর্মে গন্তব্য স্থানের এদিকে থাকিতে তৃপ্ত হওয়ার কারণ কি? তখন এসমস্ত মোকামাত হাছিল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালু রাখা হয় না কেন?

اندریں رہ می تراش ومی خراش + تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دم آخر بود + کہ عنایت با تو صاحب سر بود

"এই রাস্তায় সর্বদা ঘর্ষণ মার্জন করিতে থাক। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তকালও নিষ্কর্ম বসিয়া থাকিও না, যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী থাকে।" অর্থাৎ, অবিরাম চেষ্টায় লাগিয়া থাক। কোন মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট থাকিও না এবং নিরাশও হইও না। ইহাও মনে করিও না যে, এসমস্ত মোকাম লাভ করা আমার সাধ্যে নহে। চেষ্টা ও অন্বেষণে লাগিয়া থাক। ইন্‌শাআল্লাহ্ উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইহাই হইল সর্বশেষ মোকামের তথ্য। ইহার জন্য যাহাকিছু উচিত ছিল বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন নিম্নোক্ত আয়াতটির মর্মের সহিত আমার বর্ণিত বিষয়গুলিকে মিশাইয়া লউন এবং ইহার পরেই আমি ওয়ায শেষ করিয়া দিব:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

এখানে দুইটি বাক্য। প্রত্যেকটি বাক্যে দুইটি করিয়া মোকামের উল্লেখ রহিয়াছে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ "আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যাহারা নিজেদের নাফ্‌সকে বিক্রয় করিয়া ফেলে," ইহাতে 'ফানা'-এর মোকাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, شراء শব্দের অর্থ বিক্রয় করিয়া ফেলা। যে বস্তু বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, বিক্রেতার উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে না, উহা ক্রেতার হইয়া যায়। নিজের জানকে যখন বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল, তখন জানের চেয়ে নিম্ন স্তরের যাবতীয় পদার্থ আরও উত্তমরূপে বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, জান বিক্রয় করিয়া ফেলার পর নিজের বলিতে আর কিছু অবিক্রিত থাকে নাই। কোন বস্তুতেই কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের অধিকার রহিল না। ইহারই নাম 'ফানা'। ইহার পর দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ হইয়াছে—'বাকা'। ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ অর্থাৎ, এই বিক্রয় কার্যটি করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলার রেযা অর্থাৎ, সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ইহাতে পরিষ্কার শব্দে 'রেযার' মোকাম বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, এক বাক্যে 'ফানা' ও 'রেযা' উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বাক্যে وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ এখানেও দুইটি শব্দ রহিয়াছে। এক এক শব্দে এক একটি করিয়া মোকাম উল্লেখিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার কার্য

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপ যে, তিনি رَءُوْفٌ অর্থাৎ, অতিশয় মেহেরবান। رَأْفَتٌ বলা হয়, চরম অনুগ্রহকে। বান্দাকে মাহ্‌বুব করিয়া লওয়ার চেয়ে অধিক মেহেরবানী আর কি হইতে পারে? সুতরাং ইহা মাহ্‌বুবিয়্যতের মোকাম। আর এই ব্যবহার হয় বান্দার (عبد) সহিত। অর্থাৎ, যাহারা আব্‌দিয়াতের মোকাম লাভ করিয়াছে।

দেখুন, চারিটি মোকামই এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতটি লোকে প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকে, আলেমগণও সর্বদা পড়িয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কখনও এদিকে খেয়াল করেন না যে, ইহাতে তাছাওউফ কতটুকু পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই তাছাওউফের এল্‌ম্ ছুফিয়াই কেরামের সংসর্গে থাকিলে লাভ করা যায়। তখন মূল্য বুঝা যায়। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ কেমন সুন্দর ভাবে কোরআনকে বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য কোরআনে সবকিছুই বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর লোকের গায়ে ইহার বাতাসও লাগিতে পারে না। দেখুন, আয়াতটিতে দুইটি বাক্য রহিয়াছে। উহাতে চারিটি মোকামই কেমন পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই বর্ণনায় শুধু আমার ওয়াযকে মুখরোচক করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোরআনের বালাগৎ (উচ্চাঙ্গীন ভাষা) দেখাইবার সাথে সাথে ইহাও দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, ছুফিয়ায়ে কেরামের উক্তিগুলি মনগড়া নহে; বরং তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথাই কোরআন ও হাদীস শরীফের অনুরূপ এবং সোজাসুজি অন্তরেও গ্রহণ করে। ইহাতে কোন পরিবর্ধন ও পরিবর্তন নাই। কোন প্রকারের মারপ্যাচ নাই। একেবারে সর্বসাধারণের বোধগম্য।

উদ্দেশ্যের সারমর্ম এই, নিজের অবস্থাকে যাচাই করিয়া দেখ এবং বুঝিয়া লও যে, যে পর্যন্ত আমরা এসমস্ত মোকাম হাছিল না করিব, সে পর্যন্ত আমরা অপূর্ণ। চেষ্টা করিতে থাক, গতি মন্থর করিও না, গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পূর্বে এদিকে তৃপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হইও না। সেই মোকামসমূহ হাছিল হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের সিদ্ধান্ত ধর্তব্য নহে। কেননা, এমনও অনেক সময় হইয়া থাকে যে, কোন ভাল অবস্থার উদ্ভব দেখিতে পাইলেই বুঝিয়া লয় যে, আমি অমুক মোকাম লাভ করিয়াছি। নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, প্রকৃতপক্ষে ইহার সিদ্ধান্তকারী আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ আ'আলার দৃষ্টিতে যখন তোমার অবস্থা সংশোধিত এবং সঠিক হইয়া যাইবে, তখন তুমি শান্ত হইতে পার, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও অবস্থা সঠিক হওয়ার সংবাদ দিতে বা অনুমোদন করিতে আসেন না; কাজেই তিনি সাবরেজিষ্ট্রার পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই সাবরেজিষ্ট্রারের অনুমোদনের উপরই তোমাদের অবস্থা সঠিক হওয়া নির্ভর করে। সেই সাবরেজিষ্ট্রার হইলেন আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ। সাবরেজিষ্ট্রারের অনুমোদনই রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন বলিয়া গণ্য হইবে। যখন আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নিকট অনুমোদন লাভ করিল, তখনই বলা হয় طُوْبٰى لَكُمْ "আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত তোমাদের জন্য মোবারক হউক। ইহার শোক্‌রগুযারী কর। কিন্তু এখনও চেষ্টা এবং গমনে ক্ষান্ত হইও না।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়াছে। যেমন দিল্লীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছ। এখানেই পড়িয়া থাকিও না; বরং দিল্লী দেখিতে আসিয়াছ, ভিতরে প্রবেশ কর। সেখানে এমন সব দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাইবে যে, অতঃপর কখনও তুমি দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিবে না। পরিশ্রম, চেষ্টা এবং সফরের কষ্ট সব কিছুই দরজা পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। এখন শান্তি ও মজা উপভোগের সময়। কিন্তু শেষ হওয়ার পরেও আরও চেষ্টা আছে। দিল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াও তো পদব্রজেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে এবং আনন্দ ও আমোদ উপভোগের যে সমস্ত বস্তু রহিয়াছে সে সমস্ত বস্তুর নিকট পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য নড়াচড়া করিতে হইবে; ইহাও এক প্রকার মুজাহাদা। ফলকথা, এখানেও মুজাহাদা শেষ করিও না। এই মুজাহাদার কোথাও শেষ নাই। সারা জীবনের ব্যাপার। সারকথা এই যে, প্রাথমিক অবস্থারও সংশোধন কর। অর্থাৎ, তওবা কর। পূর্ববর্তী ওয়াযে একথা আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, তওবাই সর্ব প্রথম আ'মল। অতঃপর সর্বশেষ কর্তব্যকে লক্ষ্যস্থল করিয়া অবিরাম চলিতে থাক। সে পর্যন্ত না পৌঁছিয়া গমনে ক্ষান্ত হইও না। কোন এক স্থানে যাইয়াই তৃপ্ত হইয়া বসিও না, যে পর্যন্ত না এই বিষয়ের অভিজ্ঞ কোন মহাপুরুষ তোমাকে বলিয়া দেন যে, তুমি এখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছ যাহা আজিকার বর্ণনায় প্রমাণিত হইল। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্‌তা'আলা যেন আমাদিগকে সুবুদ্ধি, সৎসাহস এবং নেক কাজের তাওফীক দান করেন। 'আমীন' ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বন্ধুগণ! এলাহাবাদ শহরে দুইটি ওয়ায হইয়াছিল। একটির নাম الظاهر। অপরটির নাম الباطن। উক্ত দুই ওয়াযে যাহের ও বাতেনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছিল। আর এই কানপুর শহরে পূর্ববর্তী ওয়াযে সর্ব প্রাথমিক আ'মল সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছিল। আর আজ সর্বশেষ আ'মল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলাম। এই চারিটি বস্তু নিম্নোক্ত আয়াতটির বিষয়বস্তুই প্রকাশ করিতেছে।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ *

(অতঃপর হাত উঠাইয়া দোআ করিলেন এবং মজলিস খতম হইল)

একটি ঘটনা ঃ সাধারণভাবে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীই এই ওয়াযে বেশ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। মাদ্রাসা জামেউল ওলূমের এক মুদার্‌রেস ছাহেবের অবস্থা তো এইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, এশার নামাযের সময় হযরত থানবীর (রঃ) বিশ্রাম কেন্দ্রে একখানি দরখাস্ত সহ উপস্থিত হইলেন। উহাতে লিখিত ছিল, "আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া থানা ভোয়ান যাইতেছি, যদি হুযুর অনুমতি দেন।" হুযুর বলিলেন, আমি থানা ভোয়ানে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই দরখাস্তের উত্তর প্রদান করিব।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *